আগামী কাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি, এ

প্রকাশক—
শ্রীঅজিত শ্রীমানী
কলিকাতা।

আষাঢ়, ১৩৪৭

—এক টাকা—

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭, কলেজ
কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

আমার পরম স্নেহের পাত্র

শ্রীমান রামচন্দ্র চৌধুরী

ও

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীকে

দিলাম

নাট্যকারের বক্তব্য

'আগামী কাল'কে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য রঙ্‌মহল কর্ত্তৃপক্ষ, পরিচালক, প্রযোজক, সুরশিল্পী, গীতিকার, অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ, ও রঙ্‌মহলের মঞ্চমায়াকরগণকে এই শুভ অবসরে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

নাট্যকার

রঙ্‌মহলে

প্রথম অভিনয়

১৫ই মে, ১৯৫০ রাত্রি ৭টায়।

সংগঠনকারিগণ

পরিবেশক—সিটি এনটারটেনাস্‌

নাট্যকার—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

পরিচালক—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

প্রযোজক—শ্রীপ্রভাত সিংহ

সংগীত রচয়িত্রী—শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র

সুর-শিল্পী—সংগীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

মঞ্চশিল্পী—শ্রীপরেশ বসু (পটলবাবু)

আবহ-সংগীত—রঙ্‌মহল যন্ত্রিসঙ্ঘ

আহার্য্য সংগ্রাহক— শ্রীঅমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর গুপ্ত

স্মারক— শ্রীমনিমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅধীর ঘোষ

বেশকার— শ্রীরাখাল দাস, শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ, শ্রীনতীন দাস

আলোক সম্পাতকারী— { শ্রীখগেন দে, শ্রীশচীন ভৌমিক
শ্রীসুশীল দে, শ্রীনিতাই সরকার }

সংগীত শিক্ষক
ও } —শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম বাদক

পিয়ানো বাদক—শ্রীসুধীর দাস (ভণ্ডুল)

সেলো—শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী

বাঁশী— শ্রীশরদিন্দু ঘোষ

বেহালা—শ্রীকালী সরকার

ট্র্যাম্পেট্--শ্রীবৃন্দাবন দে

তবলা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

মঞ্চমায়াকরগণ— { শ্রীকেশব ঘোষ, শ্রীভূষণ সামন্ত,
শ্রীভুবন দাস, শ্রীগৌরীরাম কুর্ম্মী,
শ্রীসতীশ জানা, শ্রীনিমাই মিত্র,
শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীরাম ঘোষ, শ্রীবলদেব }

চরিত্র লিপি

—পুরুষ—

উমাপ্রসন্ন	জ্ঞান পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ।
মাধব	ঐ দূর সম্পর্কীয় শ্রদ্ধার্হ পিতৃব্য।
যতীন্দ্র	ঐ উচ্চ শিক্ষিত পুত্র, কলেজের অধ্যাপক।
বিমল	ঐ বন্ধুপুত্র, ছাত্র ও ভাবী জামাতা।
শ্রীনাথ	গ্রামের আশ্রিত জন্মান্ধ ব্রাহ্মণ।
প্রেমেন নরেন ধীরেশ মনীতোষ	সুনন্দার বন্ধুবর্গ।
যদু	যতীন্দ্রের ভৃত্য।

—স্ত্রী—

করুণা	উমাপ্রসন্নের সহধর্ম্মিণী।
সুনন্দা	যতীন্দ্রের উচ্চশিক্ষিতা পত্নী।
অপর্ণা	উমাপ্রসন্নের কন্যা।
অনিমা	সুনন্দার সখী।

আগামী কাল

প্রথম দৃশ্য
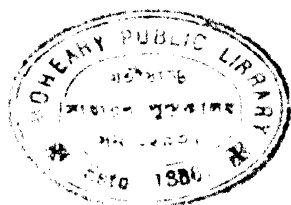
[উমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের গ্রামস্থ বাস-গৃহের বৈঠকখানা। কাঁচা দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এক দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া একখানি চৌকী, তাহার উপর পরিষ্কার একখানি চাদর পাতা। চৌকীর পার্শ্বে ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একখানি জল চৌকীর উপর পুঁথি ও বাঁধান বই গুছাইয়া রাখা। জল চৌকীর অপর পাশে দ্বারের দিকে মুখ করিয়া একখানি আসন পাতা। ঐখানে বসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

সম্মুখের দেওয়ালে দুইখানি বড় বড় চিত্র—এক খানিতে এক বৃদ্ধ ও আর এক খানিতে এক বৃদ্ধার প্রতিলিপি। পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহ সজ্জার অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাযোগ্য স্থানে সুবিন্যস্ত।

সময় পূর্ব্বাহ্ন—উমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য গ্রামের সর্ব্বজন সম্মানিত, গভীর পাণ্ডিত্য

আচার নিষ্ঠা ও কোমল হৃদয় বৃত্তির পরিচয়ে ঐ অঞ্চলের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। ঋজু উন্নত দেহ, মুখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দ্যুতি। কোথাও কোন ত্রুটি নাই। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী।

যবনিকা অপসারিত হইলে দেখা গেল—উমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাহার দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য মাধব ভট্টাচার্য্যের সহিত আলাপ করিতেছেন।

মাধব ভট্টাচার্য্য প্রাচীন—বয়স সত্তরের উপর, দেহ ঈষৎ আনত। সকলেই খাতির করে; পাণ্ডিত্য ও ন্যায় নিষ্ঠার খ্যাতি আছে। শত্রু বড় নাই। উচিত বক্তা তথাপি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।]

মাধব। তারপর প্রসন্ন!

উমাপ্রসন্ন। আদেশ করুন।

মাধব। তুমি একবার বল্লে, বোধ হয় বাদলকে ওরা রেহাই দেয়।

উমাপ্রসন্ন। ওরা মানে রায়েরা ত? তা' বাদল চক্রবর্ত্তীর দণ্ড হওয়ার প্রয়োজন আছে খুড়োমশায়।

মাধব। তা হলেও বেচারী বিপন্ন। পর পর দু'সন অজন্মায় সকলেরই সমান অবস্থা। মায়ের কাজে দু'শ টাকা ধার নেয় রায়েদের কাছ থেকে; সে আজ দশ বছরের কথা। এখন সুদ সমেত দু'শ যে ক'শয় এসে দাঁড়িয়েছে সেইটে একবার ভেবে দেখ। যখন সময় ছিল, তখন খেয়াল করে নি, এখন বাস্তু নিয়ে না গেলে বাঁচি।

উমাপ্রসন্ন। আমায় এতে কি কর্ত্তে হবে খুড়োমশায় ?

মাধব। একবার নিখিল রায়কে বলবে—ব্রাহ্মণ যেন ভিটেছাড়া না হয়।

উমাপ্রসন্ন। আচ্ছা তাই হবে খুড়োমশায়, আমি বলে দেখব।

মাধব। যতীনের খবর টবর পাও, সে কি তা'হলে সেই বৌ নিয়েই রইল ?

উমাপ্রসন্ন। গত্যন্তর নেই খুড়োমশায়।

মাধব। তা বটে, কিন্তু ছাড়াতে পারলে ভাল হ'ত।

উমাপ্রসন্ন। কিন্তু তা'ত হতে পারে না খুড়োমশায়—বিনা দোষে পত্নী ত্যাগ আমিই যে সমর্থন করি না। এখনকার অবস্থা অসামাজিক হলেও অশাস্ত্রীয় নয়; কিন্তু পত্নী ত্যাগ বিনা দোষে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আপনি বসুন খুড়োমশায়।—অপর্ণা—

[প্রস্থান]

[একহাতে হুঁকা ও অপর হাতে কলিকা লইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে অপর্ণার প্রবেশ]

অপর্ণা। জল ঠিক করে নিন দাদু শীগ্রি, আমার কিন্তু হাত পুড়ে যাচ্ছে।

মাধব। দে ভাই দে, আমি নিচ্ছি বসিয়ে।

অপর্ণা। আপনার হাত কাঁপছে আগুন পড়ে যাবে যে দাদু।

মাধব। না ভাই পড়বে না, তুই দে।

অপর্ণা। আপনার হাত অত কাঁপে কেন বলুন ত ?

মাধব। তোকে দেখলেই কেমন হয়ে যাই ভাই।

অপর্ণা। দিদিমা শুনলে কিন্তু সারা দেহই কাঁপতে থাকবে।

মাধব। তা' যা বলেছিস, বিছানায় শুয়ে ও খবরদারীর ত্রুটী নেই।

অপর্ণা। খবরদারী না থাকলে কি আপনাকে সামলান যেত কোন দিন।

মাধব। বটে, তাই ভাবিস বুঝি? ওরে আমরা কি আজকালকার তরুণ বাংলা, যে তোদের মত রূপসীর দিকে নজর যাবে?

অপর্ণা। যাবে না?

মাধব। না।

অপর্ণা। বৃথাই এতকাল তামাক সেজে হাত পোড়ালাম তা' হ'লে! যাক্ জানা গেল, আর দিচ্ছি না তামাক সেজে।

মাধব। আর এক কলকে দিয়ে, রাগ করিস দিদি।

অপর্ণা। আমার দায় পড়েছে।

[প্রস্থান।

মাধব। প্রসন্ন!

(উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। এই যে খুড়োমশায়—এখনি যাবেন রায়েদের ওখানে?

মাধব। তা' ক্ষতি কি?

(শ্রীনাথের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। এস এস শ্রীনাথ।

[অন্ধ শ্রীনাথকে হাত ধরিয়া আনিলেন]

শ্রীনাথ। এদিকে এসেছিলাম একটু কাজে—ভাবলাম পায়ের ধূলোটা নিয়ে যাই।

[উমাপ্রসন্নের পদধূলি লইল]

উমাপ্রসন্ন। থাক থাক ভাই, ব্রাহ্মণ তুমি পায়ে হাত দিও না শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ। তা বলবে বইকি, মগডালে বসে আছ, তোমারত' আর ভয়

নেই। কিন্তু আমরা যে মহাপাপী, মাঝে মধ্যে পায়ের ধূলো না নিলে, মরব যে নরকে ডুবে।

উমাপ্রসন্ন। ছি ছি শ্রীনাথ, তুমি মায়ের ভক্ত, ও-কথা কি বলতে আছে?

শ্রীনাথ। মায়ের ভক্ত না ছাই, মা-হারা ছেলের মায়ের ভক্ত হওয়ার কোন মানে হয় না। এখানে আর কে আছেন দাদা?—

উমাপ্রসন্ন। খুড়োমশায়।—

শ্রীনাথ। মাধব খুড়ো—কই—চুপ করে আছেন কেন?

মাধব। লজ্জায় শ্রীনাথ লজ্জায়।

শ্রীনাথ। কেন খুড়োমশায়, লজ্জা কিসের?

মাধব। কোকিলের কাছে কাকের যে লজ্জা, তোমার কাছে আমারও তাই, তোমার কণ্ঠে আছে সুর আর আমার কণ্ঠে শুধুই স্বর, এই যা তফাৎ।

শ্রীনাথ। কি যে বলেন খুড়োমশায়!

মাধব। ঠিকই বলছি শ্রীনাথ। তুমি যখন গান গাও তখন মনে হয় সাতটী সুর যেন তোমার সাতটী কৃতদাস। তুমি যে আমাদের কি সম্পদ, তা তুমি জান না শ্রীনাথ; তোমাকে পেয়ে আমরা বেঁচে গেছি।

শ্রীনাথ। তাইত আর এ গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেলাম না খুড়োমশায়। মাকে হারিয়ে আমি উন্মাদের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কি যে আপনাদের পায়ের ধূলোর মহিমা; এই গ্রামে এসে আপনাকে আর উমাদাকে প্রণাম করতেই আমার সব দুঃখ শোক যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল—আমার যেন নব জন্ম হ'ল।

উমাপ্রসন্ন। মেয়ের কি কোন সন্ধান পেয়েছ শ্রীনাথ?

শ্রীনাথ। না দাদা।

মাধব। আহা হা—অন্ধের সন্তান, তাকে কেড়ে নিয়ে নারায়ণ যে তাঁর কি ইচ্ছা পূর্ণ করলেন, তা তিনিই জানেন।

শ্রীনাথ। সে কথা আর আমায় মনে করিয়ে দেবেন না খুড়োমশায়।

উমাপ্রসন্ন। দুঃখ করো না শ্রীনাথ, জীবনের সত্য বস্তু কখনও হারিয়ে যায় না। যদি তোমার কন্যা বেঁচে থাকে, তবে একদিন না একদিন সে তোমার কাছে ফিরে আসবেই। আমি বলছি শ্রীনাথ—সত্য কখনও মরে না।

শ্রীনাথ। আজ তোমার কথা যেন দৈব-বাণীর মত শোনাচ্চে উমা-দা। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন আমার মাকে ফিরে পাই।

মাধব। তুমি মায়ের নাম গান কর শ্রীনাথ—

শ্রীনাথের গান

আমি বুঝতে নারি মহামায়ার ছল,
তাঁর পূজায় লাগে শিবের দেহ শ্মশান-শতদল
এক হাতে তার মৃত্যু নাচে
আর এক হাতে জীবন আছে
সে যে মুণ্ডমালার সজ্জা পরে লজ্জাতে বিহ্বল।
বাধার মাঝে লুকিয়ে থাকে আঁধার-বরণী
নিদয় হয়ে দেয় সে ধরা হৃদয় হরণী
কান্না হাসির মাঝখানেতে
মা আছে মোর আসন পেতে
তাই নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব মাঝে অভয় পদতল।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। দাদু আর শ্রীনাথ কাকা, আপনারা আজ এবেলা এখানেই খাবেন, মা বলে দিলেন।

শ্রীনাথ। মা অন্নপূর্ণার অন্নসত্র আমার জন্যে চিরদিনই খোলা আছে জানি; কিন্তু আজ যে আমি মুখুয্যে বাড়ীতে কথা দিয়ে ফেলেছি মা।

মাধব। আমার বুড়ীটার কথাও ওই সঙ্গে ভেবে দেখিস দিদি।

অপর্ণা। বেশ, তবে কাল খাবেন বলুন।

মাধব। নিশ্চয়।

অপর্ণা। শ্রীনাথ কাকা—

শ্রীনাথ। নিমন্ত্রণ করে আমার অপরাধ বাড়াসনে মা আমি নিশ্চয় আসব।

মাধব। আচ্ছা আজ তবে আমরা আসি প্রসন্ন, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।

উমাপ্রসন্ন। আচ্ছা—কিন্তু রায়েদের ওখানে ত যাওয়া হল না খুড়োমশায়?

মাধব। এ বেলা আর হ'য়ে উঠল না—বিকেলে আমি আবার আসব'খন।—চল শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ। চলুন—

[শ্রীনাথ উমাপ্রসন্নকে প্রণাম করিলে মাধব শ্রীনাথকে লইয়া চলিয়া গেলে]

অপর্ণা। আপনার স্নানের বেলা হ'য়ে গেছে বাবা—

উমাপ্রসন্ন। এই যে মা—আমিও যাচ্ছি।

অপর্ণা। আবার যেন বই নিয়ে বসবেন না।

উমাপ্রসন্ন। না মা—বই নিয়ে এখন আর বসব না।

[প্রস্থান]

অপর্ণা। (পুস্তকাদি গুছাইতে গুছাইতে) বাবা যেন কি, আমি যতই সব গুছিয়ে রাখব, তিনি ততই সব ছড়িয়ে রাখবেন। এবার একদিন এমনি বকব—

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। বকাবকির উপলক্ষটা কে শুনি ? আমি নয়ত ?

অপর্ণা। তুমি ভারি লোক একজন।

বিমল। অর্থাৎ এমনি অপদার্থ যে বকাও চলে না।

অপর্ণা। এবার বলব বাবাকে—এমন এলো মেলো করে রাখলে আমি আর গোছাতে পারব না।

বিমল। গোছাতে পারবে না ত তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টী করলেন কি অমনি নাকি ?

অপর্ণা। ভাল হবে না বিমল দা—

বিমল। তবু ভাল যে মুখ ফেরালে, কিন্তু হঠাৎ এত রোষবরশা হবার মানে ?—

অপর্ণা। কেন, তার কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

বিমল। নিশ্চয়।

অপর্ণা। বল কি—দেখি মুখখানা ?

বিমল। আমি অমনি কারুকে মুখ দেখাই না—

অপর্ণা। কে দেখতে চায় ও মুখ ?

বিমল। কেন এইত তুমি চাইলে।

অপর্ণা। আমার বয়ে গেছে।

বিমল। এই কথাত,—কেমন ? বলনা, মুখ দেখতে চাও না আমার ? না, তোমায় বলতে হবে। মুখ ফেরালে চলবে না, বল শীগ্রি। না চালাকি নয় বল শীগ্রি—মুখ আমার দেখতে চাও না ?

অপর্ণা। আঃ কি যে জ্বালাতন কর বিমল দা—

বিমল। তবে কেন বল্লে ও কথা ?

অপর্ণা। তুমি কেন এখন এলে বলত ?

বিমল। আমার যখন খুসী আসব।

অপর্ণা। ইস্ ভারী যে জোর দেখছি।

বিমল। কেন জোরের অভাবটা কোনখানে দেখলে ?

অপর্ণা। ওঃ কি জোর ?

বিমল। বটে ! বেশ তা'হলে দেখবে মজা ?

অপর্ণা। —হ্যাঁ। দেখব।

বিমল। বেশ দেখ তা'হলে।

[অপর্ণাকে ধরিতে গেল, অপর্ণা পাশ কাটাইয়া পলাইতে লাগিল]

অপর্ণা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) না—বিমলদা না, আর বলবো না আর কক্‌খনো বলবো না।

বিমল। (স্থির হইয়া) বেশ মনে থাকে যেন।

করুণা। (নেপথ্যে) অপর্ণা— !

অপর্ণা। যাই মা, (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) এক্ষুণি পালিও না যেন বিমলদা—দাদা এসেছেন দেখা করে যেও কিন্তু।

বিমল। বারে ! দাদা এসেছেন তা' এতক্ষণ বলতে হয়।

অপর্ণা। ভুলে গিয়েছিলাম বিমল দা, সত্যি তুমি যা' কচ্ছিলে !

বিমল। বাবার সঙ্গে দাদার দেখা হয়েছে ?

অপর্ণা। না এখনও হয় নি, কি যে হবে কে জানে।

বিমল। সে ভেবে আর লাভ নেই। এখন যাও—যাই বলে সাড়া দেবার পর—

অপর্ণা। ও—আমায় তাড়াচ্ছ, কেমন—আচ্ছা আমিও দেখব এর পর।

[প্রস্থান]

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

বিমল। দাদা কখন এলেন ?

যতীন্দ্র। সকাল থেকেই রয়েছি, তুমি আসনি দেখে ভাবলাম, দেখা বুঝি হ'লনা তোমার সঙ্গে, কি জানি তোমার কাছেও বুঝি অস্পৃশ্য হ'য়ে গেলাম।

বিমল। অস্পৃশ্য করে দিয়ে এখন দোষ দেওয়া হচ্চে আমাকে, এ মজা মন্দ নয়ত! কিন্তু দেখা না হওয়ার কথা বলছিলেন, আপনি কি আজই যাচ্ছেন নাকি ?

যতীন্দ্র। যাচ্ছি নয় ভাই—থাকতে পাচ্ছি না।

বিমল। ওটা দাদা ঠিক কথা হ'ল না, আপনার বাড়ী থেকে আপনাকে তাড়ায় কে শুনি!

যতীন্দ্র। বাড়ী আমার কেন হবে ?

বিমল। কেন হবে না তাই বলুন, বাড়ী যে কালে আপনার বাবার তখন আপনার কেন হ'বে না ?

যতীন্দ্র। শুধু কি বাবা আর মা, আরও দশজন রয়েছেন তা'রা শুনবেন কেন ?

বিমল। না শোনেন ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাবেন—এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের দরকার নেই।

যতীন্দ্র। তুমি ছেলে মানুষ এসব ঠিক বুঝবে না ভাই—আর বোঝবার দরকারও দেখি না। মোট কথা থাকবার আমার উপায় নেই।

বিমল। বেশ কথা, যেখানে উপায় নেই সেখানে আর কি করা যাবে।

যতীন্দ্র। আচ্ছা বিমল! এ ব্যাপার নিয়ে একটা বিশ্রী আলোচনা চলছে, না?

বিমল। বিশ্রী ঠিক নয় তবে আলোচনা হয় বই কি? ব্রাহ্মণ হ'য়ে অজ্ঞাতকুলশীলা নারীকে বিবাহ করলেন—আর আলোচনা হ'বে না।

যতীন্দ্র। কিন্তু কেন যে হয় তা' ভেবে পাই না।

বিমল। পারলেই বা কি করা যেত বলুন? আচ্ছা দাদা—আপনি আজই ফিরে যাচ্ছেন?

যতীন্দ্র। হ্যাঁ আজই যেতে হবে।

বিমল। আচ্ছা, আপনার ট্রেণ ত সেই পাঁচটায়?

যতীন্দ্র। আড়াইটায়ও একটা আছে, আর সেইটাই ধরতে হবে! —কিন্তু কেন বলত?

বিমল। আপনার সঙ্গে গিয়ে পড়লে আর পরিচয়ের গণ্ডগোলে পড়তে হয় না। বৌদি নিশ্চয় অসূর্য্যম্পশ্যা নন্ আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে লোক দেখলে মূর্চ্ছা যাবেন না বোধ হয়?

যতীন্দ্র। মনে হয় না, তবে জোর করে কিছু বলা শক্ত। কিন্তু একথা কেন বলত?

বিমল। তা' হলে বুঝতে পারি আলোচনার মূল্য কতখানি।

যতীন্দ্র। সত্যি যাবে তুমি?

বিমল। ক্ষতি কি? তবে পাঁচটায় কিন্তু।

[**প্রস্থান**]

(উমাপ্রসন্ন ও অপর্ণার প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। যতীন্দ্র! তুমি কখন এলে?

যতীন্দ্র। সকালেই এসেছি।

উমাপ্রসন্ন। বস এইখানে বস।

যতীন্দ্র। এই আসনে বস্‌ব?

উমাপ্রসন্ন। বিলক্ষণ—বসবে বই কি! ব'স। (যতীন্দ্র পিতার পদধূলি লইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল) সেই কলেজেই ত' কাজ হচ্ছে?

যতীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই কলেজেই—

উমাপ্রসন্ন। শরীর বেশ ভাল আছে?

যতীন্দ্র। আজ্ঞে ভালই আছে।

উমাপ্রসন্ন। বৌমা ভাল আছেন?

যতীন্দ্র। বোধ হয় ভালই আছে।

উমাপ্রসন্ন। বোধ হয় মানে—তুমি জান না নাকি?

যতীন্দ্র। ভাল না থাকলে জানা যেত—আপনি ব্যস্ত হবেন না।

উমাপ্রসন্ন। না, ব্যস্ত হবার আর কি আছে? যাক্ তোমার জল খাওয়া হয়েছে যতীন্দ্র?

যতীন্দ্র। এই সময় ঠিক আমার জল খাওয়ার অভ্যাস নয়।

উমাপ্রসন্ন। ছুটীর দিনেও কিছু আহার কর না?

যতীন্দ্র। আজ্ঞে না।

উমাপ্রসন্ন। অভ্যাস ভাল নয়। অন্যদিনের তুলনায় ছুটীর দিনে আহারে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

যতীন্দ্র। সামান্য এক আধ ঘণ্টা দেরীতে কষ্ট হয় না ত।

উমাপ্রসন্ন। বৌমাও বোধ হয় তাই করেন?

অপর্ণা। দাদা সে খোঁজ রাখে বুঝি ?

উমাপ্রসন্ন। সংবাদ রাখ না ?

যতীন্দ্র। (সলজ্জ হাস্যে) আজ্ঞে—

উমাপ্রসন্ন। ভাল কর না, তিনি হয় ত কষ্ট ক'রে অনাহারেই থাকেন।

যতীন্দ্র। দশটার আগেই ত সকলের খাওয়া হয়ে যায়, এতে আর কষ্ট কেন হবে ?

অপর্ণা। কৈ বাবা, আমাদের ত কষ্ট হয় না।

উমাপ্রসন্ন। তোমাদের অভ্যাস এক প্রকার, তাঁদের অভ্যাস ঠিক তোমাদের মত নয়।

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। বাবা কি যে বলেন ? কে খেলে না খেলে এ খোঁজ কেউ করে না কি ?

অপর্ণা। বাবা নিজে তাই করেন যে, আচ্ছা দাদা—

যতীন্দ্র। কি রে ?

অপর্ণা। আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে ?

যতীন্দ্র। বাবা কি যেতে দেবেন ?

অপর্ণা। ঠিক জানি না।

যতীন্দ্র। আমি বলে দেখব, মত হ'লে নিয়ে যাব।—কিন্তু তোর জাত যাবে না ত ?

অপর্ণা। কেন জাত যাবে কেন ?

যতীন্দ্র। সেখানে এমন একজন রয়েছে যার ছোঁয়া খেলে জাত যায়।

অপর্ণা। তাকে তা'হলে বিয়ে করলে কেন ? কেন তাকে সব জেনে শুনে নষ্ট করতে বসেছ ? আচ্ছা দাদা—বৌ-দি কেমন ?

যতীন্দ্র। বুঝলাম না কি ঠিক তুই জানতে চাস্।

অপর্ণা। দেখতে কেমন আগে বল।

যতীন্দ্র। লোকে ত ভালই বলে।

অপর্ণা। সত্যি দাদা, বৌ-দিকে দেখতে আমার এত লোভ হয়, কিন্তু এমনি জটীল করে তুলেছ ব্যাপারটাকে তোমরা সবাই মিলে—

যতীন্দ্র। আমার অবস্থা তোদের কাউকে আর ভাবতে হবে না, আমার অবস্থাটা চুলচেরা বিচারে দেখে নিয়ে, নিজেদের দিকটায় তোরা সকলে অন্ধ—আর সেইটাই আমাকে সব চাইতে বেশি ব্যথা দেয়।

অপর্ণা। আমায় মাপ কর দাদা, আমি তোমার দোষের কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি—আচ্ছা—তিনি কি আমাকে দেখতে চেয়েছেন কোন দিন?

যতীন্দ্র। না—চায় নি—তবে আমার বিশ্বাস দেখলে অনাদর করবে না।

অপর্ণা। তোমার বিশ্বাস আমি ভাঙ্‌তে চাই না, কিন্তু আমার যাওয়া হবে না দাদা।

যতীন্দ্র। কেন আবার কি হ'ল?

অপর্ণা। যেচে যাবার আমার দরকার?

করুণা। [নেপথ্যে] অপর্ণা—

অপর্ণা। সত্যি যেদিন তোমরা ডাকবে, সেদিন আমার যাওয়া আটকাবে না—জাত গেলেও না। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক,—চল মা ডাকছেন।

[প্রস্থান]

(উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। আমার দোষের কি মার্জ্জনা নেই বাবা ?

উমাপ্রসন্ন। কে বল্লে মার্জ্জনা নেই ? আমি তোমাকে মার্জ্জনা করেছি যতীন্দ্র, সেই দিনই ক্ষমা করেছি।

যতীন্দ্র। তবে আমি আপনার কাছে—আমার পিতার স্নেহের আশ্রয়ে ফিরে আসতে পাচ্ছি না কেন ?

উমাপ্রসন্ন। পিতার আশ্রয় পেয়েছ, পাওনি সমাজের আশ্রয় ; কেন না সে আশ্রয় তুমি চাও নি।

যতীন্দ্র। তা' হলে আগের মত থাকতে পারি এখানে—এই ঘরে—আপনার কাছে ?

উমাপ্রসন্ন। না, আমার জীবদ্দশায় নয়।

যতীন্দ্র। কেন বাবা ?

উমাপ্রসন্ন। সমাজে তোমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

যতীন্দ্র। আপনি আশ্রয় দিলে সমাজ কেন বাধা দেবে ? আর দিলেও আমি বলব সে তার অনধিকার চর্চ্চা।

উমাপ্রসন্ন। অধিকারের কথা থাক যতীন্দ্র, তবে বাধার কথায় বলতে হবে—বাধা তোমাকে দেয় নি ; সমাজ বাধা দিয়েছে আমাকে।

যতীন্দ্র। তা হ'লে আপনিই আমাকে ত্যাগ করেছেন, সমাজ নয় ?

উমাপ্রসন্ন। না, সমাজ তোমাকে ত্যাগ করে নাই, আমিও তোমাকে ত্যাগ করি নি। ত্যাগ করেছ তুমি, সমাজকে এবং সেই সঙ্গে আমাকে।

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। মা—

(করুণা ও অপর্ণার প্রবেশ)

করুণা। কি যতী ?

যতীন্দ্র। বাবার কথায় বুঝলাম তাঁর কাছে আমার স্থান নেই। কিন্তু তুমি আমায় দূর করে দেবে না ? সরিয়ে দেবে না তোমার কোল থেকে ?

করুণা। মা কি নিজের ছেলেকে দূরে সরিয়ে দেয় কোন দিন ?

যতীন্দ্র। দেয় না ?

করুণা। না।

যতীন্দ্র। আমি তা' হলে আগের মত থাকতে পারি এখানে ?

করুণা। সে কথা কি আমি বলতে পারি বাবা ?

যতীন্দ্র। কেন পারবে না মা ? তুমি জোর ক'রে বল্লে, কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেয়। শুধু তুমি একবার বল মা।

করুণা। সে জোর আমার নেই যতী। সন্তানের ওপর মায়ের জোর চির দিন সমান থাকে না।

যতীন্দ্র। কেন থাকে না মা ?

করুণা। থাকবার নয় বলেই থাকে না, সংসারের বোধহয় তাই নিয়ম।

অপর্ণা। ছাই নিয়ম।

করুণা। অত জোর করে ওকথা বলিসনে মা, আগে বোঝবার দিন আসুক, এই ছাইই তখন সোনা হয়ে দাঁড়াবে।

যতীন্দ্র। সে রকম দিন তা' হ'লে আমার এসেছে ?—না মা ?

করুণা। এসেছে কি না তুই নিজেই তা বুঝতে পারিস। তফাৎ যে আমরা হয়েছি তাতে ত আর ভুল নেই। এখন আর একে জোর করে এক করার চেষ্টায় লাভ নেই যতী।

যতীন্দ্র। লাভের কথা তুলব না মা, আমি জানি বিচারটা এখানে লাভ লোকসানের নয়, এ হ'ল জেদের কথা। তোমরা জেদ ক'রে জোর ক'রে এক করতে চাও না।

করুণা। অসম্ভব নয়, মানুষের মন ত, দোষের দিকেই তার ঝোঁক। আমরাই হয় ত সইতে পাচ্ছি না, যতী, এইটাই হয়ত ঠিক।

অপর্ণা। দাদা—

যতীন্দ্র। ঠিক ত বটেই, তুমি আর বাবা ইচ্ছে করলে যে গোল এখনি মিটে যায়, সমাজের দোহাই দিয়ে তাতে বাধা দেবার আর কি মানে হয়?

করুণা। মানে তুই ঠিকই বুঝেছিস যতী; আমাদের দোষেই এক করা যাচ্ছে না। আমার পাপের বোঝা ভারী হ'য়ে না উঠলে, মা হ'য়ে সন্তানের মুখ থেকে একথা শুনতে হয়?

অপর্ণা। মা, ওমা, মা।

[করুণাকে ধরিতে গেল]

করুণা। (অপর্ণাকে সরাইয়া দিয়া) আমরা কি চাই আর কি চাই না, সে তর্ক আমি তোর সঙ্গে করব না—সে কথা থাক। তবে কথাটা বুঝবি, যেদিন আমার মত পেয়ে হারাবি। আমরা চাই না তোকে কাছে রাখতে, যতী......

[কম্পিত দেহে পড়িয়া যাইবার মত হইল]

অপর্ণা। (ব্যাকুল ভাবে) ও মা কি কচ্ছ বলত—এক্ষুণি পড়ে যাবে যে। (ধরিল)

(উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। ছেড়ে দাও মা—তুমি পারবে না রাখতে। যতীন্দ্রের কাছে এ রকম দুর্ব্বল হওয়া তোমার শোভা পায় না।

করুণা। না আমি সামলেছি, বুকটা কেমন ক'রে ওঠে মাঝে মাঝে তাই। যা'ত মা, ওদিকে সব খোলা পড়ে আছে। আয় যতী আয়।

যতীন্দ্র। আমি থাকলে অসুবিধা হবে না?

উমাপ্রসন্ন। হয়ত হবে একটু। তা হ'লেও ওঁর এই অবস্থায়, তোমার কাছে থাকা প্রয়োজন।

যতীন্দ্র। তার চাইতে আমি বরং—

করুণা। না যতী, তুই আয়।

অপর্ণা। তুমি এখনও সামলাওনি মা। কি রকম কাঁপছ।

করুণা। মেয়ের আমার বড় ভয় কোন দিন মরে যাই। ওরে! মা তোর সহজে মরছে না। যা ত তোর দাদার স্নানের ব্যবস্থা করে দে। যা' যতী তুইও ভেতরে যা।

[যতীন্দ্র ও অপর্ণার প্রস্থান]

তুমিও সেরে নেও না, যতী আজ খাবে তোমার কাছে বসে?

উমাপ্রসন্ন। না, তা যে হয় না, হ'তে পারে না।

করুণা। কাছে বসে খেতে দোষ কি?

উমাপ্রসন্ন। দোষের কথা থাক—যা' হয় না—

করুণা। তোমার আর দেরী নেই ত?

উমাপ্রসন্ন। না,—ও বলবে কিছু?

করুণা। আচ্ছা ওদের ঘরে রাখা যায় না?

উমাপ্রসন্ন। আবার ওই কথা! রাখা যায়, কিন্তু তাতে কি হয় তা'ত জান।

করুণা। জানি, কিন্তু—

উমাপ্রসন্ন। কিন্তু নয়, ওখানে বজ্রের মত কঠোর হ'তে হবে—কিন্তুকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

করুণা। পারি না যে।

উমাপ্রসন্ন। আমিই কি পারি মনে কর?

করুণা। আমি যে মা।

উমাপ্রসন্ন। আর আমার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, না? স্ত্রীলোক না হ'লে বুঝতে—মমতার আধার শুধু তোমাদের অন্তরেই রক্ষিত নয়।—যাক ও আলোচনা। আমি জীবিত থাকতে আমার সমাজের অপমানের প্রশ্রয় দিতে পারব না।

করুণা। এখনত সমাজে এ রকম চলছে—

উমাপ্রসন্ন। না, চলছে না।

করুণা। চলে না?

উমাপ্রসন্ন। চলতে পারে না, তবে তুমি যাকে চলা বলছ তা ব্যভিচার, অসংযমের দৃষ্টান্ত, ও কথা আর তুল না।

করুণা। বেশ তাই হবে।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। দাদা চলে গেল।

করুণা। চলে গেল! কিছু না বলেই চলে গেল? ওগো!

উমাপ্রসন্ন। আমি শুনেছি।

অপর্ণা। বাবা—

উমাপ্রসন্ন। হ্যাঁ, ওই কাল মলাটের বইখানা।—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতায় যতীন্দ্রের বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা। ঘরখানি আধুনিক রুচির অনুযায়ী সাজ-সজ্জায় সজ্জিত। একখানি গোল টেবলকে কেন্দ্র করিয়া কয়েক খানি চেয়ার মধ্য স্থলে রাখা। দূরে কোণের কাছে একটী টেবেল হারমোনিয়ম। ঘরে দুই দিকে দুইটী দরজায় ভারী পরদা খাটান। সিন উঠিলে দেখা গেল ঘরে কেহ নাই, শুধু অপরাহ্ণের ক্ষীয়মান রবিকর ঘর হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে]

(বরেন্দ্র ও ধীরেশের প্রবেশ)

ধীরেশ। খাবার সময় মজা দেখলি ? অণিমা ছুঁড়ীটা কেমন প্রেমেনের গায়ে গা-ঠেকিয়ে বসেছিল ? জোর কপাল কিন্তু ছোঁড়াটার।

বরেন্দ্র। (চাপা গলায়) এই আস্তে, শুনতে পেলে মুস্কিল হবে।

ধীরেশ। মুস্কিল না হয়েই বা কি লাভ হচ্চে শুনি ? প্রেমেন দু'শ মজা লুটবে, আর আমরা শুধু সিঙ্গাড়ার খদ্দের।

বরেন্দ্র। নাঃ তুই সব ডোবাবি দেখছি।

[নেপথ্যে হাস্যধ্বনি]

(সুনন্দা প্রেমেন ও অণিমার প্রবেশ)

সুনন্দা। কি পরামর্শ হচ্চে দুই বন্ধুতে শুনতে পাই না ?

বরেন্দ্র। পরামর্শ নয়, সেই আরজিটার কথা বলছিল ধীরেশ।

সুনন্দা। বেশত পেশ করুন।

বরেন্দ্র। বল্ না ধীরেশ।

ধীরেশ। আমি গুছিয়ে বলতে পারব না, তুই বল।

সুনন্দা। আপনি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারেন না দেখছি। আপনিই বলুন না বরেন বাবু।

বরেন। (কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া) যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রার্থনা। এই—

সুনন্দা। অত সঙ্কোচ কেন বরেন বাবু, বলুন। আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, নিশ্চয় অন্যায় কিছু বলবেন না।

ধীরেশ। কিছু দিন আগে হ'লে কোন অন্যায়ই হ'ত না; কিন্তু আজ আপনার ওপর সে জোর আমাদের নেই। তাই বুঝতে পাচ্ছি না অন্যায় হ'বে কি না।

সুনন্দা। এমনি অকৃতজ্ঞ পেলেন আমাকে যে আমি বরেন বাবুর কথায় দোষ ধ'রব? আপনি বলুন বরেন বাবু।

বরেন। আমার বাগানে একবার আশা করতে পারি আপনাকে?

(মহীতোষের প্রবেশ)

মহীতোষ। এত কি গোপন পরামর্শ হচ্চে আপনাদের?

সুনন্দা। গোপন কেন হবে মহীতোষ বাবু—আপনি শুনতে পারেন, বরেন বাবু তাঁর বাগানে যাবার নিমন্ত্রণ কচ্ছেন আমাদের—

প্রেমেন। বাগান! বাগান কবে কিনলেন বরেন বাবু? কই আমরা ত কিছু শুনিনি!

বরেন্দ্র। বেশী দিন নয়; এই হালে কিনেছি, প্রেমেন আসবে একদিন?

প্রেমেন। যাব, কবে বলুন ?

ধীরেশ। যদি আপত্তি না থাকে, আজই চলনা।

মহীতোষ। তবে আর দেরী কেন, আজই যাওয়া যাক্।

বরেন। যাবেন ? চলুন না ?

প্রেমেন। আজ যে আমাদের অন্য পোগ্রাম ছিল; আর একদিন ঠিক করুন না।

সুনন্দা। তাইত—সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার ত আজ যাওয়া চলে না বরেন বাবু—

বরেন্দ্র। সেই জন্যেই ত বলছিলাম, আমাদের জোর করবার দিন শেষ হ'য়ে গেছে।

সুনন্দা। না—না সে কথা কেন মনে কচ্ছেন ? আমি যাব, যে দিন বলবেন, যাবি অণিমা ? বরেন বাবু বলছেন এত ক'রে—

অণিমা। আমার আপত্তি নেই।

ধীরেশ। তবে প্রেমেন তোমার প্রোগ্রাম আজ বাতিল, চল যাওয়া যাক্।

সুনন্দা। চলুন—চল প্রেমেন, আমাদের কিন্তু একটু আগে ফিরতে হবে, ওঁর ফিরে আসার সময় হ'য়ে এল।

মহীতোষ। কোথায় গেছেন যতীন বাবু ?

সুনন্দা। দেশে মা বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

অণিমা। আজ থাকনা তা হ'লে।

মহীতোষ। আর অমত করবেন না, কেন না আপত্তি আমরা শুনব না। তা যাঁরই আসবার সময় হোক।

প্রেমেন। যতীনবাবু ফিরে এসে দেখতে না পেলে কি মনে ক'রবেন ভেবে দেখেছেন ?

সুনন্দা। সে আমি বুঝব, আর দেরীত হবে না বেশী।

প্রেমেন। বেশ চলুন তা হলে।

মহীতোষ। আপনারা আসুন তা হ'লে আমি ষ্টার্ট্ দিই—রেডি—ওয়ান, টু,—থ্রি—

(যতীনের প্রবেশ)

সুনন্দা। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। আয় অণিমা।

[অণিমা ও সুনন্দার প্রস্থান]

ধীরেশ। আমার আর সময় নেই বরেন, তোমার দেরী থাকে ত বস। এই যে যতীনবাবু—নমস্কার।

[প্রস্থান]

বরেন্দ্র। বিলক্ষণ। আমার ত পনর মিনিট দেরী হয়েই গেছে, এস মহীতোষ, ও—নমস্কার যতীনবাবু—

[প্রস্থান]

মহীতোষ। তোমরা যে ছুটলে দেখছি; আহা দাঁড়াও না আমার আবার······

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। ব্যাপার কি প্রেমেন তুমিও যাবে নাকি?

প্রেমেন। আজ্ঞে না।

যতীন্দ্র। তা বটে; কিন্তু এরা এমন চোরের মতন পালাল কেন?

প্রেমেন। ঠিক যে পালালেন তা নয়—তবে—

যতীন্দ্র। আমি এসে পড়েছি—তাই চক্ষু লজ্জায় সরে গেলেন, তাই নয় কি?

প্রেমেন। অসম্ভব নয়; হয়ত তাই।

যতীন্দ্র। হয়ত কেন নিশ্চয়ই তাই—যাহোক এদের তবু চক্ষুলজ্জা আছে, কিন্তু প্রেমেন ও বস্তুটা তোমার নেই।

প্রেমেন। যে জিনিষের দরকার নেই—তা না থাকাই ভাল নয় কি?

যতীন্দ্র। ঠিক তোমাদের ও সব দুর্ব্বলতা থাকতে নেই। তা না থাকে নাই থাকল, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের লজ্জা নেই তাদের ভয়টা বেশী থাকবে বলে আমার বোধ হয়; তুমি কি বল?

প্রেমেন। এসব কথা কেন যতীন বাবু?

যতীন্দ্র। একটু কারণ ঘটেছে। ছেলে বেলা থেকে আমার কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে, যারা ভয় পায় তাদের ভয় দেখাতে ভালবাসি।

প্রেমেন। এসব কথার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি কি বলতে চাইছেন?

যতীন্দ্র। কি বলছি তা এখনই বুঝতে পারবে। এই কিছু দিন আগেও গায়ে জোর আছে বলে আমার নাম ছিল।

প্রেমেন। আজ্ঞে আমি ত সে সব শুনিনি।

যতীন্দ্র। তা বুঝতে পাচ্ছি, শুনলে এবাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার সাহস তোমার হত না। কিন্তু এসব শুনবার পর এখানে দাঁড়াবার সাহস বোধ হয় ক্রমে কমে আসছে?

প্রেমেন। আপনি হয়ত ভুল কচ্ছেন? আমি—

যতীন্দ্র। ভুল কচ্ছি! চোখের ওপর প্রতিদিন তোমার আচরণ দেখেও ভুল করব, আমায় এত বড় নির্ব্বোধ কি বলে ভাবলে? ভুল আমি করিনি, আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমায় এখনি দেব।

প্রেমেন। (ভয়ে ভয়ে) আমি এমনি যাচ্ছি—আমায় এবারকার মত ছেড়ে দিন।

যতীন্দ্র। তা হলে স্বীকার কচ্ছ আমার ভুল হয়নি?

(প্রেমেনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল)

প্রেমেন। আজ্ঞে······আমায় যেতে দিন। আর কোন দিন এখানে আস্‌বো না।

যতীন্দ্র। (পথ ছাড়িয়া) বেশ, আর কোন দিন এস না।

প্রেমেন। কোন দিন না—এরপরও আবার!

যতীন্দ্র। এবার যেতে পার।

[প্রেমেনের প্রস্থান]

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। প্রেমেন প্রেমেন (দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া) প্রেমেনবাবু—

[ফিরিয়া যতীনের কাছে আসিল]

যতীন্দ্র। (স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কোন কথা কহিল না)

সুনন্দা। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) ওকে অমন করে তাড়ালে কেন তুমি?

যতীন্দ্র। (স্নিগ্ধকণ্ঠে) তার দরকার হয়েছিল সু।

সুনন্দা। কি এমন দরকারটা হ'ল শুনি?

যতীন্দ্র। (আহতকণ্ঠে) নাই বা শুনলে সু; আমি বলছি দরকার আছে, আর সেইটুকুই কি যথেষ্ট নয়!

সুনন্দা। না যথেষ্ট নয়। আমি জানতে চাই কেন তুমি আমার বন্ধুকে আমার সামনে অপমান করবে?

যতীন্দ্র। (সুনন্দার কাছে আসিয়া) তুমি মিথ্যা রাগ করছ—আমার সব কাজের কৈফিয়ৎ তলব না করে, অন্তত এই ব্যাপারে

আমার কাজটাই মেনে নেবে, স্বামী হয়ে এইটুকু বিশ্বাস তোমার কাছ থেকে দাবী করতে পারি না?

সুনন্দা। (স্বামীর স্পর্শ অতিক্রম করিয়া) না। আমাকে অপমান করবার পরেও তোমার ওপর আমার অটুট বিশ্বাস থাকবে, এ আশা করতে পার না।

যতীন্দ্র। ও, আমার জানা ছিল না; স্বামীস্ত্রীর অধিকারের মধ্যে এমন সীমারেখার কথা, সত্যি আমার জানা ছিল না।

সুনন্দা। তোমার অজ্ঞতার জন্যে আমি দায়ী নই, আমি জানতে চাই, কেন তুমি প্রেমেনকে তাড়ালে?

যতীন্দ্র। বেশ, তাহ'লে আমার উত্তর শোন, শুধু প্রেমেনই নয়, আমার বিনা অনুমতিতে একমাত্র তোমার বন্ধুত্বের পরিচয়ের দাবীতে কোন লোক আমার বাড়ীতে আসতে পারবে না।

সুনন্দা। এ সব কি ছেলেমানুষী করছ বলত?

যতীন্দ্র। আমি কি করছি তা' আমার জানা আছে, আমার কাজের সমালোচনা আমি তোমার কাছ থেকেও শুনব না। আর এই কথাই অধিকার সম্বন্ধে আমার শেষ কথা। তুমি এখন ভিতরে যাও।

সুনন্দা। এও কি তোমার আদেশ?

যতীন্দ্র। হ্যাঁ এই আমার আদেশ, এবং আমি দেখতে চাই আমার-আদেশ ব্যর্থ হয় নি।

সুনন্দা। আমার আর ও একটু জেনে নেবার আছে। এ হুকুম যদি তামিল না হয়, তা'হলে কি হবে, সেটাও আমার জানা দরকার।

যতীন্দ্র। না, তোমার তা' জানা দরকার নয়। তেমন অবস্থা যদি আসে,

তখনকার ব্যবস্থা যার আদেশ সে নিজেই করতে পারবে আর তোমারও তা অজানা থাকবে না।

[প্রস্থান]

(অণিমার প্রবেশ)

স্থনন্দা। তুই এখনই যাচ্ছিস অণু ?

অণিমা। উপায় কি ? কর্ত্তাটি ত তোমার কড়া হুকুম দিয়ে বন্ধু-বান্ধবের প্রবেশ নিষেধ করে গেলেন, এখন আর থাকি কোন সাহসে ?

স্থনন্দা। ও রকম হুকুম দেবার অধিকার যে তাঁর নেই, সে কথা আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেব। তুই বোস্।

অণিমা। না ভাই, আমার জন্য তোমাকে ঝগড়া করতে হবে না স্বামীর সঙ্গে। তাঁর বাড়ীতে যে কোন আদেশ জারি ক'রবার অধিকার তাঁর আছে।

স্থনন্দা। না নেই। আর যদি থাকে আমারও তাতে অর্দ্ধেক দাবী।

অণিমা। বেশ তোমরা অধিকার সাব্যস্ত কর পাড়া জানিয়ে—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু—

স্থনন্দা। কিন্তু কি, পারব না মনে করেছিস্ ?

অণিমা। শুধু মনে করিনি, ও আমার জানাই আছে। স্বামীর হুকুম স্ত্রীকে মানতেই হবে, বিদ্রোহ করলে ছাড়তে হয় ঘর।

স্থনন্দা। বেশ তাই হবে, ঘরই ছাড়ব। অপমান আমি সইব না তা বলে।

অণিমা। ঘর ছেড়েই বা কোথায় যাবি বল। এ তবু একজনের দাবী, ঘর-ছাড়া হ'লে যে সবাই দাবী করবে। তার চেয়ে বরং এই ভাল, মন যুগিয়ে চল্লেই গোল মিটে যায়।

সুনন্দা। অণু একটু বোস ভাই, এক মিনিট।

[প্রস্থান]

(যদুর সহিত বিমলের প্রবেশ)

বিমল। তোমার বাবু কি—ও নমস্কার—এবার তুমি যেতে পার।

যদু। আপনি বসেন বাবু, মা আসছেন।

[প্রস্থান]

বিমল। ও (একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া) আচ্ছা—কিন্তু বসাই যে মুস্কিল। (অতি সন্তর্পণে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল) পাড়াগেঁয়ে লোকের বিপদ পদে পদে, সহরে আসবার সখ আছে, অথচ জানে না কিছুই।

অণিমা। কেন বেশত বসেছেন।

বিমল। ইচ্ছে করে সব কটা আসনেই এক সঙ্গে বসি, কিন্তু কোথায় রাখি পা, কোথায় হাত। (হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া) এই দেখুন—আপনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও বসে পড়েছিলাম। বল্লুম দাদাকে সঙ্গে আসব, তা' কে শোনে—রাগে গরগর ক'রে চলে এলেন। এখন আমার বিপদ দেখুন। আমি না হয় বাইরেই দাঁড়াই ততক্ষণ।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। না না বাইরে কেন দাঁড়াবেন, ভাল হ'য়ে বসুন।

অণিমা। সব কটা আসনে এক সঙ্গে বসতে পাচ্চেন না ব'লে ভারী আক্ষেপ।

বিমল। (অণিমার দিকে চাহিয়া সলজ্জ হাস্য করিল, পরে সুনন্দার দিকে ফিরিয়া) আপনি ?—

অণিমা। আপনার দাদার—বৌদি।

বিমল। ও······দাঁড়াও ভাই, প্রণাম করি আগে। একেবারে গেঁয়ো ভূত, তোমাকে তুমি বলে ফেললাম। কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু। (প্রণাম)

সুনন্দা। মনে কেন করতে যাব? আপনি বিমলবাবুত? তুমি না বল্লে কথাই বলতাম না।

বিমল। আর একবার পায়ের ধূলো দাও বৌ-দি! (পদধূলি লইতে উদ্যত)

সুনন্দা। (বাধা দিয়া) না না বিমল বাবু আমার অপরাধ হবে।

বিমল। ছোটকে পায়ের ধূলো দিলে অপরাধ হয়?

সুনন্দা। আপনি ত ছোট নন; আমি অন্তত ভাবতে পারি না। তার ওপর আপনি আবার ব্রাহ্মণ।

বিমল। একে ব্রাহ্মণ তাতে আবার আপনি! না বৌ-দি তার চাইতে বল না কেন বিদায় হই। ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি যে অচলা—তা জানি বলেই বলছি—ও সব আপনি আজ্ঞে ছাড়তে হবে, আর ছোট ভাইয়ের প্রণামটাও নিতে হবে।

[প্রণাম করিল]

অণিমা। এও কি আপনার পাড়াগায়ের প্রথা?

বিমল। বৌ-দির কে হন জানি না, ধরে নিচ্ছি বোন, সুতরাং সম্বন্ধ ভারী মিষ্টি; তাই অপরাধ নেবেন না জানি। পাড়াগাঁয়ে আমাদের এ রকম কতগুলো কুপ্রথা আছে, আর তা শিখিতে হয় ছেলেবেলা থেকে।

অণিমা। তা' হ'লে পাড়াগাঁ সহর থেকে অনেক ভাল।

সুনন্দা। পাড়াগাঁয়ের ওপর ভারি ভক্তি দেখছি যে।

বিমল। অমন কাজ করবেন না। পল্লীগ্রাম ভারী বিশ্রী জায়গা, অন্ধকার, কাদা আর মশা মিলে এমন অবস্থা করে তুলবে যে পালাতে পথ পাবেন না।

অণিমা। কিন্তু আপনারা ত বেশ আছেন; তিনের মিলিত আক্রমণে তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে ত মনে হচ্চে না।

সুনন্দা। আর জানিস অণিমা, স্কুল কলেজে না গিয়েও সব চেয়ে বড় ডিগ্রী নিয়েছেন ঘরে বসে।

বিমল। যাক, এবার তা হ'লে উঠি। দাদার সঙ্গে দেখাটা হ'ল না এই যা দুঃখ।

সুনন্দা। কেন আবার—কি দোষ করলাম?

বিমল। দোষগুণের ফর্দ্দ শুনতে ত আসি নি বৌ-দি।

অণিমা। তা না হলেও, দোষগুণের ফর্দ্দ আপনাকে শুনতে হবে; আর নড়তেও পাবেন না শিগ্রি।

বিমল। এ অন্যায় জুলুম কিন্তু।

অণিমা। সহর অঞ্চলে এ জুলুমই আজকাল প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বিমল। অসম্ভব নয়, একটা বল প্রয়োগের ইতিহাস সামনেই দাঁড়িয়ে যখন, তখন অস্বীকার করি কোন ভরসায়।

সুনন্দা। এই ইতিহাসেরই যে পুনরাবৃত্তি হবে না, তাই বা কে বলতে পারে; ভাল কথা আপনি করুন না রচনা আর একটা, কি বলিস অণিমা?

অণিমা। (লজ্জায় লাল হইয়া) আমি যাই ভাই এখন।

[প্রস্থান]

বিমল। উনি হঠাৎ চলে গেলেন কেন বৌদি?

সুনন্দা। হঠাৎ কেন হবে, অনেকক্ষণ এসেছে বাড়ী যাবে না? ওর

কথা পরে শুনলেও চলবে এখন বাড়ীর কথা বল। কেমন আছেন সব—বাবা, মা, অপর্ণা?

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

বিমল। এই যে দাদা! বেশ লোক কিন্তু আপনি; রাগের মাথায় ব্যাগটাও ফেলে এলেন।

যতীন্দ্র। কতক্ষণ এসেছ?

বিমল। এইত এলাম।

যতীন্দ্র। চা পেয়েছ? চা দেওয়া হয়েছে বিমলকে?

সুনন্দা। আমি একমিনিটে ক'রে দিচ্ছি।

বিমল। অনর্থক কষ্ট করবে, চা ত আমি খাই না।

যতীন্দ্র। তা ওত বটে, কিন্তু আমার যে চাই এককাপ—আচ্ছা আমি বলছি যত্নকে।

[প্রস্থান]

বিমল। দাদা।

[প্রস্থান]

সুনন্দা। (গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল)

(প্রেমেনের প্রবেশ)

প্রেমেন। সুনন্দা!

সুনন্দা। (চমকিয়া ফিরিয়া) তুমি? তুমি যাওনি এখনও! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

প্রেমেন। কাছেই ছিলাম, সুনন্দা তুমি চলে এস। আমি সব শুনেছি, তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি যেতে পারি না। তুমি চলে এস আমার সঙ্গে।

সুনন্দা। (কঠোর কণ্ঠে) দেখ প্রেমেন, মানুষের স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকে, কিন্তু প্রশ্রয় পেয়ে তোমার স্পর্দ্ধা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাই ভাবছি।

প্রেমেন। ছেলে মানুষী করোনা সুনন্দা—

সুনন্দা। প্রেমেন—

প্রেমেন। আমাদের আজইত কথা ছিল—তবে আর—এস সুনন্দা—

(অলক্ষ্যে বিমলের প্রবেশ)

প্রেমেন। (বিমলকে দেখিয়া) ও—(পলায়ন)।

বিমল। লোকটা কে বৌ-দি?

সুনন্দা। ও কেউ নয়।

বিমল। কেউ নয় কি রকম; আমি দেখলাম।

সুনন্দা। তুমি যাই কেন না দেখে থাক ঠাকুরপো, তুমি বিশ্বাস কর তুমি যা ভাবছ তা নয়।

বিমল। বিশ্বাসের কথা থাক বৌ-দি—কিন্তু আমি বলব এ অন্যায় অসঙ্গত অভদ্র। দাদা যে কি করে সহ্য করেন এসব তা বুঝতে পারি না!

সুনন্দা। তাঁর কথা ছেড়ে দাও, তিনি যে কি তা তিনিই জানেন।

বিমল। না বৌ-দি, এ সব ভাল নয়। দাদাকে আমার বলতে হবে, এ রকম চলতে পারে না।

সুনন্দা। মিথ্যে তুমি বলবে তাঁকে।

বিমল। মিথ্যেই হোক আর সত্যিই হোক আমার কর্ত্তব্য আমাকে ক'রতেই হবে। বুঝতে পাচ্ছি দাদার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই এসব অনাচার চলছে। আর তোমার অবস্থা ত নিজের চোখেই দেখলাম।

(যদুর প্রবেশ)

যদু। বাবু যে কোথা থেকে কোথাকে যান—তার যদি ঠিক থাকে। যদু চা কর বলে কোথায় যে গেলেন—খুঁজে খুঁজে মরিয়া না হলে আর তাঁকে পাওয়া যাবে না—

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। তোকে চা দিতে বলেছিলুম ?

যদু। চা নিয়েইত সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছি, এখন এনে দেব ?

যতীন্দ্র। না দরকার নেই—তুই যা এখান থেকে। (যদুর প্রস্থান) তারপর ব্যাপার কি বিমল ?

বিমল। ব্যাপার অনেকখানি। আপনার এখানে যা চলছে, তা অনাচার, সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়।

যতীন্দ্র। তুমি তাই রেগে গেছ ? কিন্তু বিমল এটা যে সহর যায়গা, আধুনিক যুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরীক্ষার স্থল—সে কথা ভুললে চ'লবে কেন ভাই ! ওটুকু সইতেই হবে।

বিমল। একমত হতে পারলাম না দাদা, আমার অপরাধ নেবেন না। বাইরের লোক এসে ঘরের মেয়েদের সঙ্গে অসংযত আলাপ আচরণ করবে, এ অসহ্য—তা যে যুগের পরীক্ষাই চলুক। যারা নিজের অধিকার রক্ষা করতে পারে না তারা কি জানেন ? তারা হচ্ছে ক্লীব।

[প্রস্থান]

সুনন্দা। (স্বামীর কাছে যাইয়া) স্ত্রীকে যে দুষ্ট লোকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না—সে যে কি তা বুঝলে ?

যতীন্দ্র। না—বুঝিনি ; কিন্তু আমার মনের অবস্থা ভাল নেই, ঝগড়া আমি করতে পারব না।

সুনন্দা। অর্থাৎ বিপদ আমার যত বড়ই হোক, যত অপমানই লোকে করুক—তুমি নির্ব্বিকার থাকবেই ?

যতীন্দ্র। তুমি কি মনে কর নিজের আচরণ সম্বন্ধে সংযত না হলে, শুধু লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেই সুনাম পাওয়া যায় ?

সুনন্দা। তার মানে, তুমি ঘুরিয়ে এই কথাটাই বলতে চাও যে আমার যারা আপন জন, আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী—

যতীন্দ্র। না সুনন্দা তারা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়—কল্যাণকামী বন্ধু হলে তারা তোমার দিক্‌টাই আগে দেখত।

(বিমলের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। সে কি বিমল তুমি কোথায় চলেছ ?

বিমল। বাড়ী যাচ্ছি দাদা।

সুনন্দা। কেন—বাড়ী কেন যাচ্ছ ঠাকুরপো ?

বিমল। কি করব বৌদি, যা দেখতে এসেছিলাম—এসে দেখলাম সবই উল্টো। আমার সংস্কার এই অবস্থাকে কিছুতে মেনে নিতে পাচ্ছে না। আমাকে যেতেই হবে।

যতীন্দ্র বিমল—

বিমল! না দাদা, এখানে এই অনুচিত পরিবেশের মধ্যে আমার থাকা

সুনন্দা। তা বলে এই অসময়ে তুমি চলে যাবে ?

যতীন্দ্র। কিন্তু এখন তো কোন গাড়ী নেই ভাই।

বিমল। না থাকে ষ্টেশনে পড়ে থাকব, তবু এখানে আর নয়।

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। দেখেছ সুনন্দা তোমার বন্ধুদের কল্যাণকামনার পরিণাম! এর পরে আর কি তুমি বলতে চাও?

সুনন্দা। আমি বলতে চাই পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তোমাদের সংস্কার কুসংস্কার। আমি আধুনিক যুগের মেয়ে—আমি ও সব সংস্কার মানি না। আমার বন্ধুরা আগেও যেমন এসেছে ভবিষ্যতেও তেমনি আসবে।

যতীন্দ্র। তা হলে আমার কথাটাও শোন—আমি যাকে বিবাহ করেছি, তাকে আমি সাধারণের সম্পত্তি হতে দিতে পারব না।

সুনন্দা। তাই নাকি! বেশ—কিন্তু স্ত্রীকে স্বামীত্বের অধিকারের তলায় পিষে মারাই যদি তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হয়, তা হলে তোমার ও আমার সম্বন্ধ যত শীগ্রি শেষ হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

[সুনন্দার প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(উমাপ্রসন্নের পূর্ব্ব বর্ণিত বসিবার ঘর। অপর্ণা বসিয়া কি যেন লিখিতেছিল। খোলা জানালার কাছে বিমলের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা গেল)

বিমল। অপর্ণা!

অপর্ণা। বিমল দা! তুমি চলে এলে যে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কখন এলে তুমি?

বিমল। ষ্টেশন থেকেই ফিরছি অপর্ণা—এখনও বাড়ী যাইনি।

অপর্ণা। কি তুমি দেখে এলে সেখানে?

বিমল। দেখে এলুম একটা ঝড়।

অপর্ণা। সে কি?

বিমল। কোন ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারে না। যত সব অনাচার—সব কথা তোমাকে বলতে আমি পারি না অপর্ণা, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।

(উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। কে? বিমল না?

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উমাপ্রসন্ন। কখন এলে?

বিমল। এই আস্ছি।

উমাপ্রসন্ন। কি রকম দেখলে? কেমন আছে সব—তোমার দাদা, বৌমা?

বিমল। মন্দ কি, ভালই ত আছেন বলে মনে হ'ল—ঠিক—

উমাপ্রসন্ন। ঠিক কি বিমল? স্পষ্ট করে বল—কি তুমি দেখে এলে?

বিমল। বড় মুস্কিল—না দেখলে ঠিক বোঝান যায় না। আপনি অনুমতি করলে আমি মুখ হাত ধুয়ে আসি।

[প্রস্থান]

উমাপ্রসন্ন। তাইত—বিমল স্পষ্ট কিছু বল্লে না ত, চলে গেল—

অপর্ণা। একটা কথা বলব বাবা?

উমাপ্রসন্ন। বল মা।

অপর্ণা। দাদা বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

উমাপ্রসন্ন। হুঁ—তারপর—

অপর্ণা। দাদা সেখানে রয়েছেন, কিন্তু—

উমাপ্রসন্ন। বুঝেছি অপর্ণা, তোমার দাদার নতুনত্বের ফলে এমন কিছু অনাচার ঘটেছে, যাতে আত্মীয় স্বজনও গিয়ে সেখানে একটা রাত থাকতে পারে না।

অপর্ণা। দাদাকে আপনি একবার কাছে ডাকলেই—

উমাপ্রসন্ন। হয়ত সুবিধা একটু হতে পারে, কিন্তু আমি ত তাকে ডাকতে পারি না মা!

অপর্ণা। কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর, আপনি একবার কাছে ডাকলেই সব গোল মিটে যায়।

উমাপ্রসন্ন। তা যায় না মা, আমি কে? কতটুকু আমার শক্তি যে অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে বিশাল সমাজের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব? না মা আমি পুরুষানুক্রমে যে সমাজের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, একমাত্র স্নেহের দুর্ব্বলতায় তার বিধান অমান্য করতে পারি না।

অপর্ণা। দুঃখে কষ্টে প্রাণান্ত হলেও দাদাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে?

উমাপ্রসন্ন। দোষ করলে সাজা তাকে পেতেই হবে অপর্ণা।

অপর্ণা। কিন্তু—

উমাপ্রসন্ন। আজ আমার দেহটা ভাল নেই—এ আলোচনা এখন থাক।

অপর্ণা। তাই থাক বাবা, আমি ও কথা আর তুলব না।

উমাপ্রসন্ন। না আর তুলো না—মনে করতে চেষ্টা কর তোমার দাদা নেই কোন দিন ছিল না।

অপর্ণা। একি আপনার আদেশ বাবা?

উমাপ্রসন্ন। না-না—আদেশ নয়—তাকে ভুলবার একটা পন্থা তোমাকে বলছি। দেখত মা ওঁর খাওয়া হ'লো কিনা, আমার যাত্রার সব আয়োজন ক'রে দিতে হবে। ওঃ এই যে!

(অপর্ণার প্রস্থান ও করুণার প্রবেশ)

করুণা। পরকে উপদেশ দিচ্ছ ভোলবার জন্যে কিন্তু নিজে তাকে ভুলতে পারছ না।

উমাপ্রসন্ন। আমার তাকে ভোলবার উপায় কৈ? তুমি ত জান করুণা কি দাহ আমার অন্তরে, তুমি তার মা—স্নেহের তোমার অন্ত নেই, তথাপি তুমি হয়ত ভুলতে পার—কিন্তু আমি—আমি পারি না। আমি শুধু তার পিতা নই; আমি যে বিচারক, সমগ্র সমাজ যে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার বিচার দেখবার আশায়। করুণা—আমার তাকে ভুলে থাকা চলে না।

করুণা। তা বলে একটা রোগ দাঁড় করাবে ভেবে ভেবে?

উমাপ্রসন্ন। রোগ কি বলছ করুণা—এই অন্তর্দাহের আগুন আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও আমি বিচলিত হব না।

(মাধবের প্রবেশ ও করুণার প্রস্থান)

উমাপ্রসন্ন। আসুন খুড়োমশাই।

মাধব। আসব বৈ কি বাবাজী। কিন্তু তুমি যে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছ দেখছি। এই অবস্থাতেই তুমি সারস্বত সম্মেলনে যাবে ?

উমাপ্রসন্ন। আমাকে একবার সারস্বত সম্মেলনে যেতেই হবে।

মাধব। কোলকাতায় এই শরীরে ?

উমাপ্রসন্ন। দেহের ধর্ম্ম খুড়োমশায় সব দিন সমান থাকে না, থাকবার কথাও নয়—দেহ যে ব্যাধির মন্দির—তা বলে কর্ত্তব্য ত করতে হবে।

মাধব। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়, তোমার ও ব্যাধি নয়—আধি মনের রোগ।

উমাপ্রসন্ন। অসম্ভব নয়। মনের শান্তি দূর হ'য়ে গেছে, কেমন একটা রিক্ততার অবসাদ, হতাশার গ্লানি আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে যেন।

মাধব। তীর্থ দর্শন ত বাল্যেই শেষ করেছ। কিছুদিন না হয় আধুনিক মতে দেশ ভ্রমণ করে দেখ। শাস্ত্রবিধানও তাই। স্থান-মাহাত্ম্যে মানসিক শান্তি ফিরে পাওয়া যায় শুনেছি।

উমাপ্রসন্ন। দেখি চিন্তা করে।

[দ্বারের কাছে করুণাকে দেখা গেল]

মাধব। বৌমা এসে ফিরে গেলেন, বোধ হয় তোমায় কিছু বলবেন।

উমাপ্রসন্ন। আচ্ছা দেখছি খুড়োমশায়।

[প্রস্থান]

মাধব। ওরে অপর্ণা! এক কলকে তামাক দেত দিদি। এই দাওয়াটায় একটু বসি।

[প্রস্থান]

(অপর্ণা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল. মুখে বিষাদের মলিনতা, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন— এমন সময় প্রবেশ করিল বিমল)

বিমল। ও রকম দরজা আগলে দাঁড়ালে ঘরে ঢোকা যায় না।

অপর্ণা। আঃ কি বিরক্ত কর বিমল দা—

বিমল। গতিক ভাল নয় দেখছি, কিন্তু ব্যাপার কি অপু, এ শান্তির রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালালে কে?

অপর্ণা। সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে বুঝি?

বিমল। সব সময় ভাল লাগে না তা ঠিক, কিন্তু দু-একবার লাগা উচিত।

অপর্ণা। না—

বিমল। ঠাট্টা একদম বাদ? বেশ আজ থেকে রহস্যের চির নির্ব্বাসন।

অপর্ণা। একটা কাজের কথা জিজ্ঞেস কর্ছি তোমাকে।

বিমল। হুঁ।

অপর্ণা। তুমিত নিজের চোখে দেখে এসেছ, দাদার অবস্থা ঠিক কি রকম বলত?

বিমল। ঠিক্ সাপের ছুঁচো গেলার মত।

অপর্ণা। দাদা বৌদির ব্যাপারটার একটা ভাল ব্যবস্থা হয় না বিমল দা?

বিমল। বড় কঠিন প্রশ্ন অপর্ণা, মানব-চরিত্র জানি না, মনস্তত্ত্বেও তেমন অধিকার নেই, কবি বা ঔপন্যাসিক হবার স্পর্দ্ধাও রাখি না

যে, মুখের কথায় বা কলমের খোঁচায় একটা সমাধান ক'রে দেব ; আমার মতে ওটা ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিলেই ভাল হয়। কিন্তু বিমল-দা বলতে গিয়ে হঠাৎ অমন থেমে গেলে কেন বলত ?

অপর্ণা। কখন আবার থামলাম ? বারে !

বিমল। তবে আমারই হয় ত শোনবার ভুল। বেশ ভুলই না হয় শুনেছি, আর একবার ডেকে ভুলটা শুধরে দাও দেখি ?

অপর্ণা। কেন আমি যদি না ডাকি ?

বিমল। বেশী নয় শুধু একটীবার।

অপর্ণা। বিমল—দা—(শেষ অক্ষর অস্পষ্ট)।

বিমল। হুম—বুঝেছি, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছ।

অপর্ণা। বেশ করেছি খেয়েছি। (প্রস্থানোদ্যতা)

বিমল। ওকি পালাচ্ছ যে ?

অপর্ণা। যাও তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই বলব না।

[প্রস্থান]

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। বেশ—দাদা—বেশ।

বিমল। বেশ মানে ?

মাধব। অভিধান খুলে দেখ মূর্খ। কিন্তু ভাই আমার বরাদ্দের মধ্যে দৈনিক ছিলিম কয়েক তামাক। তুমি তাতেও অন্তরায় সৃষ্টি করছ ?

বিমল। কৈ, তামাকের ওপর আমার লোভ নেই ত !

মাধব। তাতে বরং ভয়ের কারণ থাকত না ; তোমার লোভ তার

অনেক উর্দ্ধে। তাম্রকুটের অধিকারিণীর উপর তোমার লুব্ধ-দৃষ্টি।

বিমল। আপনারও ত দেখছি তাই।

মাধব। না ভাই সে লোভ আমার নেই। আমার লোভ তামাকেরই ওপর। কিন্তু তোমার প্রতিবন্ধকতায় আমার তাম্রকুট প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটচে। বুঝেছ ধৃষ্ট?

বিমল। বুঝেছি, এবং পর পর দশ কলকে তামাক সেজে দিয়ে ঋণ মুক্ত হ'তে প্রস্তুত আছি দাদামশায়।

মাধব। তাতে চলবে না।

বিমল। তা' হ'লে উপায়?

মাধব। তামাক খেতে শিখতে হবে।

বিমল। বলেন কি দাদামশায়? এই বিশ্রী জিনিষ—

মাধব। কি বল্লি বেল্লিক—বিশ্রী তামাক! ওরে নিরেট, তুই কি বুঝবি তামাকের মাধুরী। কখনও মেয়েছেলেকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে খেয়েছিস্? দেখেছিস্, কলকের আগুনে ফুঁ দেবার সময় তরুণীর মুখে বহ্নিশিখার প্রতিচ্ছবি? দেখিস্ নাই মূঢ় তাই তামাকের নিন্দা করছিস্। তুই আমার দিদিমণির অনুরাগের পাত্র, তাই তোকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু সাবধান আর কোনদিন তামাকের নিন্দা করবি না।

বিমল। আচ্ছা দাদু—

মাধব। দাদু নয়—ও ডাক তোমার মুখে মানায় না।

বিমল। তবে কার মুখে মানায় শুনি?

মাধব। শুনবি কার মুখে মানায়?

বিমল। শুনব।

মাধব। বেশ, তবে কাণ পেতে থাক।

বিমল। উৎকর্ণ হয়েই আছি দাদামশায়।

মাধব। বেশ তবে শোন, অপর্ণা—!

অপর্ণা। (নেপথ্যে) যাই দাদু।

মাধব। আসতে হবে না ভাই; তোর ওই ডাকেতেই যথেষ্ট হবে। শুনেছিস্ আহাম্মক?

বিমল। হুঁ।

মাধব। না, ওই ছোট্ট একটু হুঁতে চলবে না। কেমন শুনলে ভাষায় বলতে হবে।

বিমল। সত্যি দাদামশায়, এমন দাদুডাক শুনি নি।

মাধব। তাই বল। কিন্তু এর চাইতেও মিষ্টি ডাক যে দিন শুনবি, সে দিন বুড়োকে ডেকে একবার শুনিয়ে দিস্।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। কি শোনাবে দাদু, কাকে?

মাধব। তোকে নয়রে ছুঁড়ী, তোকে নয়।

অপর্ণা। তা' না হয় নাই হ'ল, এখন এটা ধরবেন না ফেলে দেবো?

মাধব। (হাত বাড়াইয়া অপর্ণার হাত হইতে হুঁকা এবং জ্বলন্ত কলিকা লইয়া) যা এবার পালা।

বিমল। আমার কিন্তু তামাকের ওপর লোভ হচ্চে দাদামশায়, প্রসাদ পাব?

মাধব। উহুঁ—সে হচ্চে না—এর প্রসাদ আমি কাউকে দিইনে। হ্যাঁ—প্রসাদের লোভ থাকে, আমার বাড়ীতে যেও—উল্কী আঁকা ফোক্‌লা মুখের ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত——

বিমল। থাক্ থাক্ দাদামশায় থাক্, শুনেই আমার নির্ব্বেদ এসে গেছে।

অপর্ণা। শুনুন দাদু, কথাটা একবার শুনুন।

মাধব। শুনেছি ভাই শুনেছি। কিন্তু দোষ ত ওকে দিতে পারিনে। ওর মত বয়সে আমিও যে এই রকম করেই ভেবেছি। আজও গিন্নীর ষোল থেকে ছাব্বিশ বছরের মুখখানা মনে পড়লে, এই জীর্ণ দেহেও চাঞ্চল্য এনে দেয় যে।

বিমল। বলেন কি দাদামশায়! এই বয়সেও—

মাধব। বয়েসটাই দেখলি দাদা, মনটাত দেখলি নে! সেখানে যে আজও তরুণই রয়ে গেছি রে। শঙ্করাচার্য্যের উক্তি মনে আছে ত—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্
করধৃতকম্পিতশোভিত দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্।"

আশা কি কখনও যায় রে?

বিমল। আচ্ছা দাদামশায়, তামাক ত আপনি রোজ বাইরে বসেই খান, আজকে—

মাধব। প্রসন্নর দেহটা ভাল নেই দেখলাম—তামাকের ধোঁয়া লাগলে কষ্ট হয়, অথচ বদ অভ্যাস ছাড়াতে পারি না, তাই এই গোপনতার আশ্রয়।

অপর্ণা। (গদ্গদ কণ্ঠে) দাদু—

মাধব। (স্নেহকম্পিত কণ্ঠে) চুপ ছুঁড়ী যখন তখন অমন—অমন ক'রে দাদু বলে ডাকবি না।

[প্রস্থান]

বিমল। বাবার অসুখ—আর সেই কথাটা এতক্ষণ বলনি আমাকে ?

অপর্ণা। বলতে তুমি দিলে কই ? তার ওপর বাবা এই শরীর নিয়ে যাচ্ছেন সারস্বত সম্মেলনে। দেখ যদি বারণ করতে পার।

বিমল। আমি যাচ্ছি এক্ষুণি, কিন্তু আটকাতে পারব বলে মনে হয় না।

অপর্ণা। আর একটা কথা !

বিমল। বল।

অপর্ণা। আমাকে দাদার কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পার ?

বিমল। চেষ্টা করতে পারি, ফলাফল কি হবে তা বলতে পারি না। কিন্তু তুমি বিমলের সঙ্গে "দা" অক্ষরটি আজই যেন ছেড়োনা অপর্ণা, আমার তা'হলে এবাড়ীতে আসা বন্ধ হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান]

(শ্রীনাথের প্রবেশ)

শ্রীনাথ। আমার মা কৈ গো, অপর্ণা মা !

অপর্ণা। এই যে—আসুন, দাঁড়ান কাকা আমি আপনার হাত ধরছি। (হাত ধরিয়া আনিল) এই অবেলায় একলা বেরিয়েছেন, সঙ্গে একটা চাকর বাকর থাকলে ভাল হত।

শ্রীনাথ। আমার চাকর ! আমার আবার চাকর কোথায় রে বেটী। আমিই ত সকলের চাকর।

অপর্ণা। হ্যাঁ তাই বই কি, ওই কথা বলে আপনি সবাইকে ভুলিয়ে রাখতে চান—না ? বসুন বলছি চুপ্ করে।

শ্রীনাথ। আমার ওপর মায়ের যেন শাসনের আর অন্ত নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি মা ?

অপর্ণা। নতুন গান শিখব।

শ্রীনাথ। নতুন গান ! সেত পরশুই শিখিয়ে গেছি।

অপর্ণা। বারে ! কাল যেখানা লিখে দিলাম !

শ্রীনাথ। সেখানাও আজই শিখতে হবে? মায়ের যেন আমার আর বিরাম নেই।

অপর্ণা। কেন এখনও সুর হয়নি বুঝি ?

শ্রীনাথ। নিশ্চয় হয়েছে মা, কাল রাত্রেই সুর হ'য়ে গেছে। তোর গানের এমনি কথা যে শুনতে শুনতে আপনিই সুর হ'য়ে যায়। ওকি আর ব'সে দেখে শুনে সুর করতে হয়রে পাগলী !

অপর্ণা। আচ্ছা শ্রীনাথ কাকা !

শ্রীনাথ। বল মা।

অপর্ণা। আপনার সেই মেয়ে যখন হারিয়ে যায়, তখন তার বয়স কত ছিল ?

শ্রীনাথ। কত আর হবে ? এই চার পাঁচ বছর হবে বোধ হয়। যাক্ ও কথা আমায় মনে করিয়ে দিস্‌নে মা।

অপর্ণা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম কাকা। কৈ সে গানটা শোনালেন না ?

শ্রীনাথ। আজকে শুধু শুনে নে মা, কাল এসে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

অপর্ণা। আচ্ছা।

শ্রীনাথের গান

যখন আমার মন হারাবে স্বপন পারে
তখন আমার গান হবে যে বারে বারে।
সাগর জলের তুফান মাঝে
বিপদ যেথায় নিত্য রাজে
অন্ধকারে—
সেথায় আমার গান হবে যে বারে বারে॥

আলোর খুসি ফুলের বুকে উঠবে মেতে
খুসির ধারা নাচবে সবুজ ধানের ক্ষেতে
খুসির ধারা নীল আকাশে
ছড়িয়ে যাবে ঘাসে ঘাসে
বনের ধারে—
তবেই আমার গান হবে যে বারে বারে॥

চন্দ্রতারায় জ্যোৎস্না ধারায়
দুঃখ ব্যথার বন্ধ কারায়
হৃদয়বীণার তারে তারে—
আমার গভীর গান হবে যে বারে বারে॥

শ্রীনাথ। তা' যেন হল। কিন্তু বাড়ীতে কারুর সাড়া পাচ্ছিনে কেন বল দেখি! কেউ নেই—নাকি?

অপর্ণা। সবাই আছেন—

শ্রীনাথ। ভাল আছে ত সব?

অপর্ণা। না কাকা, কেউ ভাল নেই। মা বাবা দুজনেরই শরীর খারাপ।

শ্রীনাথ। তাই ত বড় ভাবিয়ে দিলি যে মা! প্রসন্নদার ত রোগ দেখিনি রে। কেন এমন হ'ল বলত? কি চিকিৎসা চলছে?

অপর্ণা। কিছুই হচ্ছে না কাকা। বাবা বলেন তাঁর কিছু হয় নি, এ দিকে দেহ যাচ্ছে শুকিয়ে দড়ি হয়ে।

শ্রীনাথ। হুঁ—আমি তা'হলে এবার উঠি মা প্রসন্নদাকে একবার শাসন করে যেতে হবে ত।

অপর্ণা। সে ত হবেই কাকা, কিন্তু আমি কি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?

শ্রীনাথ। না মা, তার দরকার হবে না; তুই আমার হাতটা ধরে এই বাইরে বার করে দে দেখি।

অপর্ণা। বেশ তাই চলুন কাকা।

[শ্রীনাথের হাত ধরিয়া প্রস্থান]

(উমাপ্রসন্ন ও করুণার প্রবেশ)

করুণা। বিমল কি কিছুই বল্লে না?

উমাপ্রসন্ন। না—বিমল না বলুক, দুরবস্থা বুঝতে কিছুই বাকি নেই। (আপন মনে) কত আশা কত স্বপ্ন সংঘাতের মধ্যে তোকে মানুষ করেছিলাম, আর তার এই পরিণাম! একদিকে পিতা মাতার অজস্র স্নেহ, অন্যদিকে—তুচ্ছ একটা নারীর আকর্ষণ; আপন বংশধারার মহিমাকে পদদলিত করে অজ্ঞাত কুলশীলার পতিত্ব স্বীকার। হায়রে অভাগা!

[অস্থিরভাবে পদচালনা করিতে লাগিল]

করুণা। ওগো তুমি অমন করো না। সন্তান অবাধ্য হলে, অন্যায় করলে তাকে—

উমাপ্রসন্ন। শাসন করা উচিত। অবাধ্য দুরন্ত সন্তানকে শাসন করতে হয় তা জানি, কিন্তু করুণা এত সে অবাধ্যতা নয়, এ যে জীবন মরণ সমস্যা। ধর্ম্ম সমাজ সংস্কার বিবেক—এই সকলের উপর প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া কি সে সইতে পারবে?

করুণা। না পারে তার জন্যে কি তুমি করবে, তুমি ত চেষ্টার ত্রুটী করনি! স্বেচ্ছায় সে যদি আত্মাহুতি দিয়ে থাকে তুমি আমি হা হুতাস করে তাকে বাঁচাতে পারব না।

উমাপ্রসন্ন। ঠিক বলেছ করুণা, এই সংশয়-সঙ্কুল জীবন নিয়ে কি করে সে বেঁচে থাকবে! কত দিন—কত দিন পারবে যতীন্দ্র সেই ছলনাময়ীর—না—না—তার কি দোষ? নারী সে আশ্রয় নিয়েছে তোমার কাছে—দোষ তোমার যতীন্দ্র, দোষ তোমার—আর দোষ আমার—দোষ আমার, আমি তাকে মানুষ করতে পারিনি।

করুণা। ওগো আর অমন করো না, যে গেছে সে যাক—এখন যে রয়েছে তাকেই দেখ—মেয়েটার দিকে তাকাও, তাকে আর নষ্ট হতে দিও না।

উমাপ্রসন্ন। না করুণা তাকে আমি নষ্ট হতে দেব না। এ আমার অহঙ্কার নয় করুণা—তার ব্যবস্থা বিধাতা নিজেই করেছেন বিমলের বাপ মায়ের সহায়তায়। তাঁরা অপর্ণাকে চেয়ে নিয়েছেন বিমলের নাম ক'রে—শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকি।

করুণা। সেটুকুইবা আর বাকি থাকে কেন ? সংসারের অবস্থা দেখেও কি আর বাকী রাখা ভাল ?

উমাপ্রসন্ন। আর বাকি থাকবে না—অপর্ণার কোষ্ঠীর ফল যে ভাল ছিল না, তা' ত তুমি জান। সে দোষ কেটে গেছে—এবার যেদিন খুসী চার হাত এক করে দাও।

করুণা। আচ্ছা—অপর্ণার বিয়েতেও ওরা আসবে না ?

উমাপ্রসন্ন। না—ওরা আমার কোন সামাজিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে পারে না। অবিচারে যে সমাজের বিধি ভঙ্গ করে—তার কথা—না, আমার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার সমাজের অনুষ্ঠানে তার প্রবেশের অধিকার নাই। আমি ভেবে পাই না করুণা —সংসারের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অভাগা সন্তান বাঁচবে কি করে ? কি করে সে টিকে থাকবে—

[কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল]

করুণা। আবার কেন ওকথা তুলছ ? আর অমন করো না।

উমাপ্রসন্ন। (অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) কি আমি করছি করুণা ? আচ্ছা বলতে পার কী সে পেল ঐ মেয়েটার সাহচর্য্যে—যে আজ কিছুতেই তাকে ত্যাগ—

করুণা। কাকে ত্যাগ করবে ! এ তুমি কি বলছ ?

উমাপ্রসন্ন। না না না না ত্যাগ নয়, ত্যাগ নয়, পত্নীত্যাগ আমিই যে সমর্থন করি না। জান করুণা ইচ্ছে করে একবার গিয়ে তাকে দেখে আসি—শুধু জিজ্ঞাসা ক'রে আসি—"উমাপ্রসন্নের একমাত্র পুত্রকে তার পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছ তুমি কোন্ মহাশক্তির বলে' ?

[অভিভূতের মত চাহিয়া রহিলেন]

করুণা। একবার যাবে ?

উমাপ্রসন্ন। কোথায় ?

করুণা। ফেরবার পথে ওদের দেখতে ?

উমাপ্রসন্ন। তুমি পাগল হয়েছ করুণা—পিতৃস্নেহের প্রলাপোক্তি শুনে তুমি বিচলিত হয়েছ ?

করুণা। না গো আমি পাগল হইনি, তোমার চোখে জল দেখলে, যে সাহসে এতকাল বুক বেঁধে বসে আছি তা সব ভেসে যাবে। তুমি আর অমন ক'রো না।

উমাপ্রসন্ন। না আমি শুধু এইটিই ভাবি, যে সমাজের পবিত্রতা আশ্রয় ক'রে আসমুদ্র হিমাচল যুগের পর যুগ অবাধে জীবন যাপন ক'রে এসেছে, পুরুষানুক্রমে আমি যার অবমাননা করিনি, আমারই সন্তান হয়ে সেই সামাজিক শুচিতায় সে এই কঠোর আঘাত করল কার পাপে !

করুণা। পাপ তার—তোমারই মুখে শুনেছি নিজের কর্ম্মফল মানুষকে ভুগতে হয় জন্মজন্মান্তর ধরে, কর্ম্মফলের খণ্ডন নেই।

উমাপ্রসন্ন। না কর্ম্মফল অখণ্ডনীয়।

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

করুণা। কে ? যতী ?

যতীন্দ্র। তবু ভাল আমায় চিনতে পেরেছো।

উমাপ্রসন্ন। কিন্তু তুমি এমন অসময়ে কি এই পরীক্ষাই করতে এলে ?

যতীন্দ্র। কেন, তাতেও আপনার সামাজিক আপত্তি আছে নাকি ?

উমাপ্রসন্ন। তোমার কি মনে হয় ?

যতীন্দ্র। মনে আমার কিছুই হয় না, শুধু এইটুকুই বলতে চাই—আপনি যদি আমায় আশ্রয় দিতেন তা হ'লে আমার জীবন এ

ভাবে ব্যর্থ হত না। আমি মানুষের মত দাঁড়াতে পারতুম। ধর্ম্মতঃ আমি কোন অন্যায় করিনি, শুধু জেদের বশে সমাজের দোহাই দিয়ে আপনি আমাকে নির্য্যাতন করছেন।

উমাপ্রসন্ন। তুমি উত্তেজিত হয়েছ যতীন্দ্র!

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। একি দাদা—তুমি একি করছ?

যতীন্দ্র। (অপর্ণার কথা না শুনিয়া) উত্তেজিত আমি সহজে হইনি। ক্রমাগত আঘাত ক'রে ক'রে আমায় উত্তেজিত ক'রে তুলেছেন।

উমাপ্রসন্ন। উত্ত্যক্ত আমরা করেছি তোমাকে? আমি এবং তোমার মা?

যতীন্দ্র। একশ বার।

করুণা। ওরে ও যতী, কাকে তুই কি বলছিস্?

যতীন্দ্র। আমি ঠিকই বলছি, আমি কোন দোষ করিনি।

উমাপ্রসন্ন। আমাদের কঠোর হবার মত কোন অন্যায় তুমি করনি? তোমার পিতা, মাতা, তোমার সমাজ কারুর প্রতি তোমার আচরণ অসঙ্গত নয়? (অপর্ণার প্রতি) তুমি যাও মা, এ দৃশ্য তোমার দেখবার নয়।

[অপর্ণা একবার পিতা ও একবার জ্যেষ্ঠের প্রতি করুণনেত্রে চাহিয়া প্রস্থান করিল]

উমাপ্রসন্ন। উত্তর দাও যতীন্দ্র, আমাদের সকলের প্রতি তোমার আচরণ অত্যন্ত সঙ্গত?

যতীন্দ্র। আমি কোন অসঙ্গত আচরণ করিনি।

উমাপ্রসন্ন। সঙ্গতি-অসঙ্গতির বোধ তুমি হারিয়েছ।

যতীন্দ্র। আপনি আমায় অপমান করছেন।

উমাপ্রসন্ন। মান অপমানের বোধ তোমার আজও আছে নাকি? বিকৃত বিদ্যার অহঙ্কারে আমার যে অনিষ্ট তুমি করেছ আমি স্নেহের বশে তা সহ্য করেছি তোমাকে ক্ষমা করে। কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারে তার মর্য্যাদা তুমি রাখলে না। যাক্ তোমার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই, এইটুকু আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—অবৈধ সংসর্গে কলুষিত দেহ মন অসচ্চরিত্রের মুখ যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

(অপর্ণা প্রদীপ লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল পিতার আদেশে হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল)

যতীন্দ্র। বেশ আপনার আদেশই পালন ক'রবো।

[ভিতরের দিকে প্রস্থানোদ্যত]

উমাপ্রসন্ন। (কঠোর কণ্ঠে) ঘরের বাইরে, উদ্ধত দুর্ব্বিনীত।

[যতীন্দ্রের প্রস্থান ও উমাপ্রসন্নের অস্থিরভাবে পদচারণ]

করুণা। কি করলে তুমি, যতীকে তাড়িয়ে দিলে?

উমাপ্রসন্ন। তাড়িয়ে দিলাম, যতীন্দ্রকে তাড়িয়ে দিলাম,—অনুতপ্ত সন্তান এসেছিল পিতৃস্নেহের আশ্রয় পাবার আশা নিয়ে, আমি তাকে প্রত্যাখ্যানে দূর ক'রে দিয়েছি করুণা—এ আমি কি করলাম?

করুণা। বাছা আমার বড় আশা নিয়ে ছুটে এসেছিল।

উমাপ্রসন্ন। কিন্তু সে যে সমাজদ্রোহী, আমার সমাজ, আমার ধর্ম্ম, আমার কুলগৌরব নষ্ট হতে বসেছে তার স্বেচ্ছাচারের ফলে —আমি কি করতে পারি—আমি কি করতে পারি—

অপর্ণা। বাবা! বাবা! আপনি একটু স্থির হন।

উমাপ্রসন্ন। স্থির হব? স্থির হব, না? স্থির হয়েই ত আছি মা— স্থিরই ত আছি। আমাকে কি অস্থির বলে মনে হচ্চে?

করুণা। অনুতপ্ত সন্তান বোধ হয় সেখানে আহত হয়ে ছুটে এসেছিল এখানে আশ্রয়ের আশায়—

উমাপ্রসন্ন। আর আমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। সকলের কাছে বঞ্চিত হয়ে সে এসেছিল আশ্রয়ের আশায়। ঠিক—আশ্রয়ের আশায় এসে সে ফিরে গেছে— বলতে পার করুণা, এ বিচার কি আমার ঠিক হয়েছে? আমি কি উচিত বিচার করেছি? তাই ত সকলের কাছে বঞ্চিত হয়ে এখন সে কেমন করে বাঁচবে? করুণা সে কেমন করে বাঁচবে?

করুণা। অমন করো না—ওগো আর তুমি অমন করো না—তুমি, তুমি না হয় বাছাকে ফিরিয়েই আন।

উমাপ্রসন্ন। উদ্যত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনুতপ্ত পুত্র এসেছিল পিতৃস্নেহ ভিক্ষা করতে—আর আমি তাকে ফিরিয়েছি নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে। আহত অভিমান নিয়ে সে ফিরে গেছে। সে কি আসবে— করুণা আমার অন্তর বলছে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু আমি পাচ্ছি না, পাচ্ছি না—পাচ্ছি না। ওরে তোরা যা, তোরা দেখ—তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস্ কি না—

বিরতি

চতুর্থ দৃশ্য

[যতীন্দ্রের ঘর]

বড়। দেশের লোক, দেশের লোক রাস্তায় বসগে যাও। ঘরে এলে তো' গোলমাল করবা, সে আমি আর হ'তে দিব না। দেশের লোক হইছ' ত আমার মাথা কিনে লিছ।

[প্রস্থান]

(উমাপ্রসন্ন ও সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। ও চাকর ঠিক বুঝতে পারেনি, আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, আপনি বসুন।

উমাপ্রসন্ন। বসব? কিন্তু তুমি কে তাত বল্লে না?

সুনন্দা। আমি এদের বন্ধু, সুনন্দার বন্ধু, একজায়গায় যাবার কথা ছিল তার সঙ্গে—তাই এসেছিলাম কিন্তু সে দেখছি এখনও ফেরেনি।

উমাপ্রসন্ন। কোথায় গেছেন মা লক্ষ্মী?

সুনন্দা। বেড়াতে গেছে।

উমাপ্রসন্ন। বেড়াতে গেছে?

সুনন্দা। হ্যাঁ স্বামী-স্ত্রীতে বেড়াতে গেছে, রোজ এই সময় তারা স্বামী-স্ত্রীতে বেড়াতে যায় কিনা।

উমাপ্রসন্ন। রোজ তারা দুজনে বেড়াতে যায়, একসঙ্গে বেড়াতে যায় দুজনে, তবেত তারা সুখেই আছে, তারা ভালই আছে, আচ্ছা মা—

সুনন্দা। বলুন।

উমাপ্রসন্ন। যতীন্দ্রের স্ত্রী তোমার সখী তাইতো বল্লে তুমি?

সুনন্দা। আজ্ঞে হ্যাঁ, সুনন্দা আমার বন্ধু, অনেক দিনের বন্ধুত্ব আমাদের, কিন্তু আপনি এসব জানতে চাইচেন কেন?

উমাপ্রসন্ন। সাধারণ কৌতূহল; এক পল্লীর লোক সহরে এসেছি, কেমন আছে ছেলেটা জেনে গেলে বলতে পারব তার মাকে, বুড়োটাকেও বলতে পারব। এক সঙ্গে বেড়াতে গেছে যখন তখন তারা ভালই আছে কি বল?

সুনন্দা। খবর নিতে এসে আপনি ত ফিরেই যাচ্ছিলেন, আমি না এলে ফিরেই যেতেন, এখন ওরা যতক্ষণ ফিরে না আসছে ততক্ষণ আপনাকে আমি ছেড়ে দেব না, স্বামীর আত্মীয় দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন শুনলে সুনন্দা ভারী রাগ করবে। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার মুখ হাত ধোবার ও আহ্নিক করবার ব্যবস্থা করে দিই।

উমাপ্রসন্ন। না-না-না—সে সবে প্রয়োজন নেই মা—তা ছাড়া—

সুনন্দা। এখানকার জল ছোঁয়া যায় না, না? খবর নিতে ছুটে এসেছেন গ্রাম থেকে অথচ সামাজিক বাধা অন্তরায় হয়েছে অন্তরের পথে।

উমাপ্রসন্ন। তা নয় তা নয়—কি জান মা যতীন বড় ভাল ছেলে গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসে, তাই সে কেমন আছে সংবাদটা নিয়ে গেলাম। শুনেছি তাদের বিয়েটা নাকি সুখের হয়নি তা—তুমি কিছু মনে করনা মা, তারা দুজনে যখন—একসঙ্গে বেড়াতে গেছে, তখন তারা শান্তিতেই আছে, সুখেই আছে। বেশ মা বেশ, স্বামী-স্ত্রী দুজনে যখন একসঙ্গে বেড়াতে গেছে—বেশ বেশ, আচ্ছা মা আসি এবার—

সুনন্দ। বাঃ তাকি হয়, আপনি কে তা জানিনা, তবে বুঝতে পাচ্ছি সুনন্দার আত্মীয়, আপনাকে এখন আমি ছেড়ে দিতে পারি না। সুনন্দার ভারী আনন্দ হয় স্বামীর আপন জন দেখলে। সে বলে—

উমাপ্রসন্ন। কি বলে মা কি বলে ?

সুনন্দা। সুনন্দার এই বিয়ে যে কোন দিক দিয়েই সুখের হয়নি একথা ত সবাই বলে, তার ওপর এই নিয়ে তার শ্বশুর যে রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার কচ্ছেন তাতেও কিন্তু সুনন্দা বলে এই শ্বশুরের মত আপনজন নাকি তার আর কেউ নেই—

উমাপ্রসন্ন। হুঁ তারপর—তারপর—

সুনন্দা। যে শ্বশুরের ঘরে তার স্থান হ'ল না, তারজন্য ভাবনার তার অন্ত নেই, শ্বশুরের খ্যাতি, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই সব নিয়ে কত তার আনন্দ, কি তার গৌরব কিন্তু কি যে সামাজিক বাধা, সেই শ্বশুরের ঘরে তার—স্থান হ'ল না—

উমাপ্রসন্ন। বড় দুঃখের কথা মা বড় দুঃখের কথা। এমন পুত্রবধূর সেবা যে শ্বশুর পায়না সে বড় অভাগা তারও দুঃখের শেষ নেই। তা হোক তারা তো সুখে আছে, তারা তো সুখে আছে। যাক তাদের আসতে দেরী হবে আমি আর বসতে পারি না মা—

সুনন্দা। কিন্তু কি আমি বলব ওরা ফিরে এলে ?

উমাপ্রসন্ন। বলবে, হ্যাঁ বলো—আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করছি—বুঝলে মা, সামাজিক বাধা না থাকলে—

সুনন্দা। এই সামাজিক বাধার কথায় সুনন্দা বলে যে এই সামাজিক যুদ্ধে তার শ্বশুরকে তার কাছে একদিন হার মানতেই হবে।

উমাপ্রসন্ন। আমি বলব তার শশুরকে, আর আমি এও জানি তেমন দিন যদি সত্যি সত্যিই আসে তাহলে সেই ব্রাহ্মণ সেই সামাজিক দোষ-গুণের বিচারক উমাপ্রসন্ন সানন্দে পরাজয় বরণ করে নেবে। আমি চল্লাম মা—গিয়ে বলব তারা সুখেই আছে শান্তিতেই আছে—হ্যাঁ তারা আনন্দেই আছে। আর দেখ মা তুমি তাদের বলো আমি—হ্যাঁ আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করছি—আশীর্ব্বাদ করছি বুঝলে মা—আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করছি।

[প্রস্থান]

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। পড়ে দেখ সুনন্দা পড়ে দেখ।

সুনন্দা। তুই পড় আমি শুনি।

অণিমা। নিজে না পড়লে মজা পাবিনে। তোর ঐ সেলাই এখন রাখ।

সুনন্দা। কৈ দেখি কি লিখেছে?—রক্ষে কর, এগার বার বিয়ে একটা মেয়ের, কি করে যে পারে জানিনা—

অণিমা। তার ওপর চার পক্ষের, আবার ছেলে মেয়ে রয়েছে, আমার মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। তোর করে না? এই যে আবার তুই সেলাই নিয়ে বসলি।

সুনন্দা। হ্যাঁ ভাই—এটা আমার আজই শেষ করতে হবে।

অণিমা। কারজন্য তৈরী হচ্ছে পতিদেবতার?

সুনন্দা। হ্যাঁ মুখ ফুটে এটা উনি চেয়েছেন।

অণিমা। তাই প্রাণান্ত পরিশ্রম? সত্যিই সুনন্দা তোর পতিভক্তি পুরাণে স্থান পাবার যোগ্য, কম্ফর্টার বুনতে হবে শেষকালে!

সুনন্দা। মেয়েদের কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা আছে ওখানে, তোর বিয়ে হয়নি তাই, বিয়ে হলে বুঝতিস্।

অণিমা। রক্ষে কর আমার বুঝে কাজ নেই, তোকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করতে পারছি। সত্যি তোকে যতই দেখছি ততই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে বিয়ের ওপর।

সুনন্দা। বলিস্ কি অনু, বিমলের খবর না নিয়ে পারবি ?

অণিমা। আমার দরকার নেই ভাই কারুর খবর জানবার—শেষে তোর মতন কোন্‌দিন সেলাই নিয়ে বসব। তুই স্বামীর জন্য কম্ফর্টার বুনছিস্। আর এই দেখ কেমন দশটা সংসার ভাসিয়ে দিয়ে এগারোয় বৌনি করেছে।

সুনন্দা। তুই তাহলে রকমফের কিছু কর।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। হ্যাঁ সেই ভাল, একটা নতুন কিছু করা চাই তা' যেমনই হোক।

সুনন্দা। সে কি ঠাকুর পো ! তুমি ! তুমি এ বাড়ীতে ?

বিমল। আমায় মাপ কর বৌদি, বোঝবার ভুলতো মানুষের হয় ; সে দিনের ব্যাপারটাকে আমার ভুল বলেই ধরে নাও। দাদা কৈ ? ও আপনিও রয়েছেন—নমস্কার-নমস্কার প্রথমেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল, একটু অসাময়িক হ'য়ে গেল বোধ হয়।

অণিমা। আপনার ভদ্রতা জ্ঞানকে অসংখ্য ধন্যবাদ !

[প্রস্থান]

বিমল। আচ্ছা বৌদি তোমার এই সখীটি আমাকে দেখলেই পলান কেন ?

সুনন্দা। সে কথা এক সময় তাকেই না হয় জিজ্ঞাসা করে নিও নিরিবিলি।

বিমল তাই নেব, কিন্তু দাদা কোথায় বল্লে না ত ?

সুনন্দা। আগে তুমি বল বাড়ীর সব কেমন আছেন ?

বিমল। সেই কথা বলতেই ত এসেছি, শুধু আমি নয় আরও একজন এসেছে।

সুনন্দা। কে এসেছে ঠাকুর পো কে সে ?

বিমল। বাইরে গিয়ে দখ না চিনতে পার কি না। নাম বলবার অনুমতি নেই।

সুনন্দা। আমি তো ভাই কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা দেখি।

[প্রস্থান]

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। আমি এখন যাচ্ছি ভাই সুনন্দা। ও মা! কোথায় আবার গেল সে ?

বিমল। দূরে যান নি তেমন। আপনি কি সত্যি যাচ্ছেন এখনি ? আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার ছিল আপনাকে—

অণিমা। আমাকে ?

বিমল। আজ্ঞে আপনাকেই ; এই বৌদি বলছিলেন—

অণিমা। ও—তা'হলে তাকেই জিজ্ঞাস করবেন, আচ্ছা মেয়ে যা হোক্।

বিমল। অত ব্যস্ত হবেন না আপনি। আমি কাছে থাকায় যদি অসুবিধা বোধ করেন, আমিই না হয় চলে যাচ্ছি। দাদা এলে দেখা করবার চেষ্টা করব।

(অপর্ণাকে লইয়া সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। খুব মেয়ে যাহোক। বিমল বাবুর কথায় ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাই বল ভাই তোমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হয় নি। হাঁ করে দেখছিস্ কি অনু? আমার ননদ অপর্ণা আর আমার বন্ধু অণিমা। বিমল বাবুকে বোধ হয় তোমরা দু'জনেই চেন? কিরে অনু তোর মুখ অমন ভার কেন ভাই?

বিমল। বোধ হয় আমার মত জংলীর কাছে থাকা ভাল লাগছে না।

অণিমা। আমি বলেছি ও সব? সুনন্দা ওকে ভাই বুঝিয়ে বল।

সুনন্দা। আমায় আবার কেন; বেশত তোদের কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

বিমল। এর নাম কথা কাটাকাটি নয় বৌ-দি, আমি ঠিকই বলছি। আমরা গেঁয়ো ভূত নয়ত কি? পালে পার্ব্বণে সহরে আসা বইত নয়, তাতে কি আর সহবৎ শেখা যায়? ঐ দেখনা আর একজন, না জানে কাপড় পরতে, একটা ময়লা চাদর জড়িয়েই বেরিয়ে পড়ল। আপনি নিশ্চয় পারতেন না।

অণিমা। আমার কথা আমি ভাল জানি বিমলবাবু।

বিমল। হ্যাঁ একথা বলতেই হবে।

সুনন্দা। চুপকর ঠাকুর পো—কিন্তু অপর্ণা কি কথা বলবে না ভাই?

অপর্ণা। সুধু কথা নয়, বকব বলেইত এসেছি।

বিমল। কাজটা ভাল করলে না বৌ-দি। কথা একবার সুরু হলে, থামান দায়।

সুনন্দা। তোমার সঙ্কেত হবেই, যে ঝগড়াটে তুমি।

অণিমা। এবার আমি যাই ভাই।

সুনন্দা। এক্ষুণি যাবি ?

অপর্ণা। এক্ষুণি কেন যাবেন ?

অণিমা। অনেকক্ষণ এসেছি যে।

অপর্ণা। তা' হোক, আর একটু থাকুন, বড্ড ভাল লাগছে আপনাকে।

অণিমা। আপনার ভাল লাগছে, কিন্তু আপনার ঐ পাড়াগেঁয়ে ভাইটীর গায়ে জ্বালা ধরে যাবে না ত ?

অপর্ণা। জ্বালা ধরে ও পুড়ে ভস্ম হোক। চলুন আমরা ভেতরে যাই। আপনাকে এ বেলা ছাড়চি না।

[অপর্ণা ও অণিমার প্রস্থান]

সুনন্দা সত্যি ঠাকুর পো, ব্যাপার কি বলতো ? আমার বুক কিন্তু এখনও কাঁপছে ভাই।

বিমল। অপর্ণা বলেনি কিছু ?

সুনন্দা। না, আমি যেতেই খানিক মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর টিপ করে এক প্রণাম করে বল্লে চল বৌ-দি ভেতরে যাই। তুমি বল না কি ?

বিমল। ওই বলবে সব, আমি অনধিকারী।

সুনন্দা। তা'হলে আমি শুনি গিয়ে। সব না শুনে সুস্থ হতে পারছি না, তুমি বস এক মিনিট, না হয় মুখ হাত ধুয়ে জিরিয়ে নাও। কেমন ?

[সুনন্দার প্রস্থান, বিমল সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিল]

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। এই যে বিমল কতক্ষণ ?

বিমল। তা মন্দ কি এমন।

যতীন্দ্র। খবর সব ভাল বাবা, মা, অপর্ণা—

বিমল। খবর ভাল ত নয়ই বরং খারাপ যত দূর হয়। বাবার দেহ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। মায়ের কথা না বলাই ভাল, আছেন শুধু যাবার অপেক্ষায়।

যতীন্দ্র। যাবার অপেক্ষায় ?

বিমল। সত্যি দাদা যাবার অপেক্ষায়, বুকের অসুখ তো আপনি দেখেই এসেছেন, সে এখন দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যতীন্দ্র। আর বাবা ?

বিমল। চল-শক্তি হীন হতে যা বাকী। বল্লে নিজের অদৃষ্টের দোহাই পাড়েন। অথচ এই দেহ নিয়েই সারস্বত সমাজের সভায় যোগ দিতে এসেছেন।

যতীন্দ্র। বাবা এসেছেন কলকাতায় ! হুঁ, আর অপর্ণা ?

বিমল। এই রুগ্ন দম্পতীর একমাত্র আশ্রয় হ'য়ে আছে।

যতীন্দ্র। পুণ্যবতী সে পিতামাতার সেবার অধিকার পেয়েছে, আর আমি কুসন্তান, আত্মকৃত পাপের ফল ভোগ করছি। বিমল তোমার নেই তুমি বুঝবে না ভাই, বিনা দোষে পিতার পরিত্যক্ত হয়ে থাকার যাতনা।

বিমল। এ সম্বন্ধে বল্‌বার আমার কিছু নেই দাদা।

যতীন্দ্র। থাকা সম্ভব নয়। কিসের মোহে জানি না—পিতার অবাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু বিমল দোষ আমি কিছু করিনি।

(যদুর প্রবেশ)

যদু। মা বল্লেন মুখ হাত ধুয়ে ভিতরে যেতে।

যতীন্দ্র। এই দেখ নিজের দুঃখের কথাই তোমায় শুনিয়ে চলেছি, যাও বিমল বিশ্রাম কর গিয়ে।

বিমল। তা যাচ্ছি কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক আমার শেষ হয়নি।

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। এই ছোট টেব্‌ল্‌টা বাইরে দে আমাকে।

[সংবাদ পত্র হাতে লইয়া বাহিরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল]

যদু। দিচ্ছি বাবু।

[প্রস্থান]

(সুনন্দা ও অপর্ণার প্রবেশ)

সুনন্দা। আমিই এই অনর্থ ঘটালাম্? বাবা মা আমাকেই দোষী কচ্ছেন নিশ্চয়।

অপর্ণা। কোন দিন না—তোমায় তারা কোন দিন একটি কথাও বলেন নি। তুমি জান না কিন্তু দাদা সব জানেন।

সুনন্দা। তোমার দাদা জানলেই যে আমিও জানব তা তুমি আন্দাজ করলে কি দেখে? দুদিন থাকলেই বুঝতে পারবে তোমার দাদা কোন্ জগতের। আচ্ছা মা কি বলেন আমার সম্বন্ধে তাই বল।

অপর্ণা। তোমার কথা যে তার মুখে লেগেই রয়েছে বৌদি। দিনে কতবার যে তোমায় তিনি আশীর্ব্বাদ করেন, সে বোধ হয় গুণে হিসেব করা যায় না।

সুনন্দা। যত রাগ বুঝি ছেলের ওপর?

অপর্ণা। রাগ নয় বৌদি দুঃখ, ছেলের ওপর মায়ের অভিমান। বুকের মধ্যে যখন আর চেপে রাখতে পারেন না তখন কাঁদেন, সেও নীরবে, পাছে বাবা টের পেয়ে কষ্ট পান। আচ্ছা তুমি একবার যাবে বৌদি ?

সুনন্দা। কোথায় যাব ?

অপর্ণা। কেন তোমার ঘরে ?

সুনন্দা। ও !—তারপর ?

অপর্ণা। ভাল না লাগে চলে আসবে, পথ ত তোমার খোলাই রয়েছে।

সুনন্দা। দেখ অপর্ণা, ব্যাপারটা তুমি যত সহজ দৃষ্টিতে দেখছ, আসলে তত সহজ নয়। আমি জানি সেখানে আমার স্থান হবার নয়।

অপর্ণা। এর পরে অবশ্য আমার বলবার আর কিছু নেই। তবে আমার বিশ্বাস তুমি গেলে হয়ত সব গোলই মিটে যেত।

সুনন্দা। তোমার বিশ্বাস আমি ভেঙ্গে দিতে চাই না অপর্ণা, তবে এইটুকু না বলে পারব না যে তোমার মা বাবা—আমার গুরুজন কিন্তু আপন জন নন।

অপর্ণা। কি বল্লে বৌদি, তোমার স্বামীর মা বাবা তোমার আপন জন নন ?

সুনন্দা। না, আপন জন হ'লে অন্তত একদিনও আমাকে ডেকে পাঠাতেন, এমন করে ঠেলে রাখতেন না।

অপর্ণা। তুমি তাঁদের জান না তাই একথা বলছ, জানলে বলতে না—বৌদি বাবা আর মা তোমার আপন জন নন ?

সুনন্দা। তুমি রাগ করলেও আমাকে বলতে হবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার কচ্ছেন, তা' যেমনি অসঙ্গত তেমনি নিষ্ঠুর।

অপর্ণা। আমায় মাপ কর বৌদি, তাঁদের সম্বন্ধে তোমার মুখ থেকে অশ্রদ্ধার কথা শুনব বলে আমি এখানে আসি নি। আমি ওকথা আর তুলব না।

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। অপর্ণা!

অপর্ণা। দাদা!

[কাঁদিয়া যতীন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল]

যতীন্দ্র। কাঁদিস্‌নে বোন, আমি বেঁচে থাকতেই অমন করে কাঁদিস্‌নে।

সুনন্দা। (উভয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল মুখে তাহার বিদ্রূপের হাসি)

অপর্ণা। বাড়ী চল দাদা, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

যতীন্দ্র। তুই আগে সুস্থ হ'য়ে নে, তারপর ও কথা। বাড়ী ফিরে যেতে কি আমিই চাই না বোন, কিন্তু তুইত জানিস যাবার আমার উপায় নেই। আমি নিজেই সে পথ বন্ধ করেছি।

অপর্ণা। না দাদা সে পথ তুমি বন্ধ কর নি।

যতীন্দ্র। করি নি বলিস্ কিরে?

অপর্ণা। দাদা—মা বাবার তুমি ছাড়া যে আর কেউ নেই।

যতীন্দ্র। এবার পাগলামী সুরু হ'ল কিন্তু। জগতে কারোর কেউ নেই, কেউ থাকে না, মানুষ নিজের জন নিজেই খুঁজে নেয়। বাবা তাই নিয়েছেন। তাঁর ধর্ম্ম আছে, সমাজ আছে, আর সকলের উপর আছেন ভগবান। তুই ভাবিস্‌নে বোন।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। ভাই বোনের সুখ দুঃখের কথা কি আজ শেষ হবে না? বেলা যে বেড়ে চল্ল। আজ কি কলেজের ছুটি না কি?

যতীন্দ্র। আজ যাব না কলেজে।

সুনন্দা। **Leave in honour of my sister's arrival ?**

যতীন্দ্র। তুমি ঠাট্টা কর আপত্তি নেই, কিন্তু আমি অনেকদিন এত আনন্দ পাই নি।

সুনন্দা। তা না হয় হ'ল, কিন্তু ও মেয়েটার যে এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি তা জান?

যতীন্দ্র। অপর্ণা! অন্যায় করেছ।

অপর্ণা। আমি যাচ্ছি এক্ষুণি।

। প্রস্থান।

সুনন্দা। (স্বামীর কাছে আসিয়া) তুমি কি করবে সত্যি যাবে না?

যতীন্দ্র। না।

সুনন্দা। বেশ, কিন্তু খাওয়া দাওয়াও কি বাদ যাবে?

যতীন্দ্র। হঠাৎ আমার খাওয়া দাওয়ার খোঁজ কেন? ও কাজ ত তোমার নয়।

। প্রস্থান।

সুনন্দা। ও কাজ আমার নয়?—আচ্ছা—

(সন্তর্পণে প্রেমেনের প্রবেশ)

প্রেমেন। সুনন্দা!

সুনন্দা। কে? (পরে দেখিয়া) ও—তুমি, তুমি আবার এসেছ?

প্রেমেন। আমি তোমাকে ভালবাসি।

সুনন্দা। তুমি আমাকে ভালবাস?

প্রেমেন। সত্যি সুনন্দা আমি তোমাকে ভালবাসি।

সুনন্দা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

প্রেমেন। কি হ'লে তোমার বিশ্বাস হবে? বল সুনন্দা আমি কি করলে তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

সুনন্দা। তুমি আমার জন্যে কি করতে পার?

প্রেমেন। আমি সব করতে পারি, বল আমায় কি করতে হবে? তুমি যা' বলবে আমি তাই করব, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

সুনন্দা। বেশ, তা'হলে আজথেকে একমাস আর তুমি এখানে আসবে না।

প্রেমেন। তারপর?

সুনন্দা। পরের কথা পরে আজকের কথা আমি বলেছি।

প্রেমেন। একমাস!

সুনন্দা। আমি আমার সর্ত্ত দিয়েছি।

প্রেমেন। কিন্তু কেন এ সর্ত্ত? তুমি ত তোমার স্বামীকে ভালবাস না সুনন্দা?

সুনন্দা। আমি আমার শেষ কথা তোমাকে বলেছি প্রেমেন।

প্রেমেন। বেশ—তোমার কথাই থাক্ কিন্তু—না না আমি যাচ্ছি?

[প্রস্থান]

সুনন্দা। প্রেমেন মুখের ওপর বলে গেল আমি স্বামীকে ভালবাসি না। স্বামীকে আমি ভালবাসি না? [প্রস্থান]

(বাহিরের দিক হইতে গা মুছিতে মুছিতে বিমলের প্রবেশ)

বিমল। নাঃ এই কাক-স্নানের কোন মানে হয় না। আড়ষ্ট হয়ে বাথ টাবে বসে থাকা যাদের পোষায়—

(অন্যমনস্কভাবে অণিমার প্রবেশ)

বিমল। (দেখিয়া) ও—আপনি।

অণিমা। হ্যাঁ আমি—কিন্তু খোলা গায়ে মেয়েদের সামনে রয়েছেন বড় ?

বিমল। কি করব, আপনি হঠাৎ এখানে এসে পড়বেন, এটা ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি আগে।

অণিমা। তা বলে গা খুলে মেয়েদের সামনে ?

বিমল। উপায় নেই, গা না খুলে স্নান করার প্রক্রিয়াটা অভ্যাস করতে পারি নি। আদেশ করেন ত যেখানে মেয়েদের সামনে পড়তে হবে না—এমন কোথাও যাই।

অণিমা। বেশ তাই যান।

বিমল। ধন্যবাদ, কিন্তু ভাবছি খালি গায়ে অচেনা লোকের সামনে পড়ার চাইতে এইখানেই না হয় একটু বেয়াদবী করি।

অণিমা। এ বেয়াদবী কিন্তু সহরের মেয়ে বরদাস্ত করে না।

বিমল। তা'হলে পাড়াগায়ের ছেলে খালি গায়েই সহরের মেয়ের সামনে বসল। (চেয়ারে বসিল)

অণিমা। আচ্ছা, আপনি এমন ঝগড়াটে কেন বলুন ত ?

বিমল। ঝগড়াটা কি মানুষ একা একা করতে পারে ? আমার কিন্তু জানা ছিল না।

অণিমা। তার মানে আমি ঝগড়া করছি আপনার সঙ্গে ? (কাছে আসিয়া) কি ঝগড়া আমি করেছি শুনি ?

বিমল। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া যাইয়া) দেখুন অতটা কাছে এসে দাঁড়ালে, হয়ত ঝগড়ার পরের অবস্থাটা ঠেকিয়ে

রাখা যাবে না। তার চাইতে বরং ঐ বাজনাটার কাছে গিয়ে হাত মুখ দুই চালাতে থাকুন।

অণিমা। কি করব? গান গাইব? কিন্তু আমি যে অচেনা লোকের সামনে গান গাই না তা জানেন?

বিমল। না তা জানি না, তবে এত কলহের পরেও যদি অচেনাই থাকতে হয়, তা'হলে পরিচয়ের আধুনিক পদ্ধতিটা আমায় শিখিয়ে দিন।

অণিমা। তারপর আপনাকে গান গেয়ে শোনাই, কেমন? না বিমলবাবু, ও কাজ আমার নয়।

বিমল। তা'হলে?

অণিমা। তা'হলে কি?

বিমল। সেইটাই ভাবছি।

অণিমা। বেশ ভেবে ঠিক করুন, আমি ততক্ষণ অপর্ণাকে ধরে আনি।

[প্রস্থান]

বিমল। কোথায় গেলে পুরুষ নাকি মন্ত্রবলে ভেড়া বনে যেত, কিন্তু আজকাল কলকাতায় ভেড়া বনতে আর মন্ত্রের দরকার হয় না। দাদা যে কেন ঘায়েল হয়েছেন এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। তোমার কি ক্ষিধেও পায় না ঠাকুরপো?

বিমল। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি বৌদি।

[প্রস্থান]

যদু। (নেপথ্যে) মা ত রয়েছেন ঘরে।

(বরেন্দ্রের প্রবেশ)

বরেন। নমস্কার—

সুনন্দা। বরেন বাবু যে, নমস্কার—তারপর কি মনে করে? আজ-কাল যে ডুমুরের ফুল হয়েছেন দেখছি।

বরেন্দ্র। বলুন আপনার মুখে যা আসে। এসে যে কতদিন ফিরে গেছি হতাশ হ'য়ে তাত জানেন না! তাই আজ অসময়ে এসে পড়েছি—দেখছি ঠকিনি।

সুনন্দা। তারপর খবর বলুন।

বরেন। একবার সময় ক'রে যেতে হবে যে।

[কার্ড বাহির করিয়া হাতে দিল]

সুনন্দা। Party? কোথায়, আপনার বাগানে ত? কিন্তু আমি ত বাগানটা চিনি না।

বরেন। সে জন্য আপনাকে ভাবতে হ'বে না। গাড়ী নিয়ে নিজেই হাজির থাকব।

সুনন্দা। পাঁচটার আগে হ'লে কিন্তু—

বরেন। আজ্ঞে না না, আমি তার আগে আসব না। তবে যাওয়া চাই কিন্তু; আচ্ছা নমস্কার—

[প্রস্থানোদ্যত]

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। বৌ-দি,

[বরেনকে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছিল]

সুনন্দা। কি ভাই, (অপর্ণার হাত ধরিয়া আটকাইল তাহার পর ফিরিয়া দেখিয়া) ওঃ বরেনবাবু, আমার ননদ অপর্ণা।

বরেন। ও নমস্কার, আপনাকেও আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। না গেলে দুঃখিত হব। আমি ঠিক পাঁচটায় গাড়ী নিয়ে থাকব, কেমন? হ্যাঁ আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ওঁকে সঙ্গে নেওয়া চাই কিন্তু।

[প্রস্থান]

সুনন্দা। যাবে ত অপর্ণা—?

অপর্ণা। দাদা থাকবেন ত?

সুনন্দা। তাঁর নিমন্ত্রণ কৈ যে তিনি থাকবেন?

অপর্ণা। দাদার নিমন্ত্রণ নেই অথচ তোমায় বলে গেল?

সুনন্দা। কেন, এতে অবাক হবার কি আছে? আমার বন্ধু ওঁরা।

অপর্ণা। তোমার বন্ধু অথচ দাদাকে ওরা নিমন্ত্রণও কল্লে না—এ যে কি রকম বন্ধুত্ব আমি বুঝতে পারি না। অথচ আমাকে নিমন্ত্রণ করতে বাধল না। এরা কি বেছে বেছে কজন মেয়েকেই নিমন্ত্রণ করেছে নাকি?

সুনন্দা। তাতে অন্যায় কোনখানটায় দেখলে?

অপর্ণা। ন্যায় অন্যায় বুঝিনে বৌ-দি, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তোমার ওরা বন্ধু, কিন্তু তোমার যিনি সব চাইতে আপন জন তাঁকে হয়ত চেনেও না—সত্যি তুমি যাবে বৌদি?

সুনন্দা। কেন যাব না— নিশ্চয় যাব।

অপর্ণা। দাদা যদি বারণ করেন?

সুনন্দা। বারণ তিনি কেন করবেন? বরেনবাবু আমার বন্ধু। আর যদি নিষেধই করেন আমি তা' শুনব না।

অপর্ণা। অর্থাৎ তুমি যাবেই?

সুনন্দা। হ্যাঁ—কিন্তু তুমি?

অপর্ণা। দাদা বারণ করলে যাব না।

সুনন্দা। তিনি না বল্লে আমার সঙ্গেও যাবে না?

অপর্ণা। আমাকে মাপ কর বৌ-দি—দাদার অমতে—

সুনন্দা। আচ্ছা বেশ—কিন্তু আমি নিষেধ করলে তাঁর সঙ্গে যাবে ত?

অপর্ণা। না বৌ-দি তা'ও যাব না।

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। কোথায় যাবার কথা হচ্ছে?

অপর্ণা। (নিজের কার্ডখানি যতীন্দ্রের হাতে দিয়া) নিমন্ত্রণে।

সুনন্দা। (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে) তোমরা ভ্রাতা ভগ্নী সংবাদ শেষ করে রাখ, ফলাফল পরে জানব।

[প্রস্থান]

অপর্ণা। আজ বেরুবে না বলছিলে? আবার বেরুচ্চ?

যতীন্দ্র। মিথ্যে একটা দিন নষ্ট হবে, তোরাত রয়েছিস্ কদিন।

[প্রস্থান]

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। খুব যা' হোক—আমাকে আটকে রেখে—

অপর্ণা। আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে। দাদা এইমাত্র বেড়িয়ে গেলেন কিনা, তাই দেরী হ'য়ে গেল।

অণিমা। তাই যাত্রাপথের দিকে চেয়ে হা-হুতাস করা হচ্ছে? কিন্তু ও কাজ ত তোমার নয় ভাই, যার কাজ তাকে দিয়ে, তুমি এখন এস দেখি আমার সঙ্গে।

অপর্ণা। কোথায় যেতে হবে?

অণিমা। বস এইখানে।

অপর্ণা। (বসিয়া) তারপর ?

অণিমা। তারপর তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ?

অপর্ণা। ও গাইতে হবে, বেশ তুমি আগে গাও—আমার ভয় ভাঙ্গুক

অণিমা। আচ্ছা গাইছি, কিন্তু এরপর আর কোন ওজর শুনব না।

(অণিমার গান)

তোমারে আজ করব পূজা
হে অতিথি !
চাঁদের আলোয় ঘনাল আজ
মিলন তিথি—
হে অতিথি !

সোনার থালায় বরণ ডালা সাজে
প্রাণের তারে সব পাওয়া সুর বাজে
তোমার মুখের হাসির রাগে রাজে
আমার মনের গোপন বনবীথি—
হে অতিথি !

এবার তোমার কথা রাখ ভাই।

অপর্ণা। আমি যে বাজাতে জানি না।

অণিমা। বেশত, আমি বাজাচ্ছি, তুমি গাও।

(**অপর্ণার গান**)

যাহা কিছু আছে যাহা কিছু নাই
তাই দিয়ে যত গান ভরি।
দু'হাতে যা পাই, যা কিছু হারাই
তোমাদের চোখে তুলে ধরি।
ভালবাসা আর হেলার মাঝারে
খুঁজে পাই মোর হৃদয়-রাজারে
জীবন মরণ মথিয়া আনিয়া
নিশিদিন রাখি বুকে করি।

(সুনন্দা ও বিমলের প্রবেশ)

সুনন্দা। থামলে কেন ভাই আবার গাও।

অণিমা। সত্যি আর একবার গাও ভাই, এমন চমৎকার গলা তোমার—এ গান কোথায় শিখলে ভাই ?

সুনন্দা। সে কথা পরে হবে অনু এখন ঐ গানটাই আর একবার হোক।

বিমল। তা' হলেই হয়েছে ! সব লাইনগুলো নিশ্চয় মনে নেই, আর তোমরাও কেউ সাহায্য করতে পারবেন না।

অণিমা। মনে নেই কি রকম ? তা' হবে না ওই গানটাই আবার গাইতে হবে।

বিমল। পারে ভাল—কিন্তু আমার বিশ্বাস নয়, আগের বারেই দু'লাইন বদলেছে, এবার হয়ত সমস্ত গানটাই নূতন শুনবেন।

অণিমা। সত্যি অপর্ণা ?

অপর্ণা। সব ভাল মনে পড়ছিল না—তাই যা' মনে এল গেয়ে ফেল্লাম।

সুনন্দা। ও সব লিখে রাখলেই ত ভাল হয়।

বিমল। কোথায় পাবে যে লিখে রাখবে? কাল রাত জেগে গাড়ীতে বসে রচনা। অভ্যাস মত ছিঁড়ে ফেলতেই যাচ্ছিল—আমি কেড়ে রেখেছি এই দেখুন।

অপর্ণা। (অভিমানের সহিত) কেন তুমি দেখালে ও সব বিমলদা —না দাও আমাকে (সুনন্দার হাত হইতে লইবার চেষ্টা)।

বিমল। প্রতি দিন এমনি কত গান যে ও লেখে তা ওই জানে। লিখে কিছু দেবে শ্রীনাথ কাকাকে, কিছু দেবে চরণ বৈরগীকে – বাদবাকী ছিঁড়ে ফেলবে।

অপর্ণা। (অত্যন্ত লজ্জা ও অভিমানের সহিত) কে তোমাকে বলতে বলেছে ও সব? তুমি ভারী—না আমি ও সব—না বিমলদা, আর কোন দিন যদি—

[প্রস্থান]

অণিমা। অমন পালাল কেন? আমি ধরে আনি।

সুনন্দা। না অনু একটু একলা থাক, যাকে একান্ত মনে বিশ্বাস করেছিল—বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখলে না, একটু সামলাতে দে।

অণিমা। আর আছে আপনার কাছে ওর ছিটে ফোঁটা?

বিমল। সে প্রায় কিছুই নয়। এই রকম জবর দাস্তি ক'রে কেড়ে নিয়ে আর ছেড়া টুক্‌রো জোড়া দিয়ে যা সংগ্রহ করেছি, তাতে খান তিনেক খাতা হয়েছে।

অণিমা। ভারী আশ্চর্য্যত!

বিমল। এই ওর স্বভাব, কিছুতেই নিজেক প্রকাশ করবে না। এসব ব্যাপারে একেবারে নির্ম্মম। কারোর কথা শুনবে না।

সুনন্দা। তোমার কথাও না ?

বিমল। আমার কথা! মা বাবার কথাও এসব ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য। ও প্রকাশ শুধু একজনের কাছে তিনি দাদা, তিনি ওর গুরু—তাঁর কাছে ওর কিছুই গোপন নেই।

সুনন্দা। তাই স্বভাব ওরকম। ঐ দাদাটী যে কোন লোকের অধিবাসী তা আজও বুঝলাম না।

বিমল। ওটা বৌ-দি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, ও ব্যাপার সম্পূর্ণ দাম্পত্য অধিকারের অধীনে ; ওর মীমাংসার অধিকার শুধু দাদার আর তোমার।

সুনন্দা। আর অপর্ণার বেলা ?

বিমল। ও প্রশ্ন ভেবে দেখবার সময় হয়নি বৌদি।

অণিমা। কেন মানুষটী কি এতই তুচ্ছ আপনার কাছে ? আমাদের এতটা অগ্রাহ্য করবেন আপনি কিসের অহঙ্কারে শুনি ?

বিমল। দোহাই আপনার, ওকথা আপনার সম্বন্ধে নয়, গায়ে যখন আপনার লেবেল্ দেখছিনা—তখন মনে হয় সকলের পক্ষেই অধিকারের দাবী সমান।

সুনন্দা। অপর্ণার গায়ে লেবেল্ আছে বলেও ত শুনিনি।

অণিমা। ওঁর হয়ত শোনা আছে।

বিমল। আগেইত বলেছি, ভেবে দেখবার সময় হয়নি। চোখেই পড়ে না যে। না আছে শাড়ীর বাহার না বেশ বিন্যাসের রুচির পরিচয়—ওখানে আর কে লেবেল আঁটতে যাবে বলুন।

সুনন্দা। (হাসিয়া) থামত ঠাকুরপো—কথার বাদশা……অপর্ণা!

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। ডাকছ বৌদি।

সুনন্দা। তোমার দাদার অনুমতি নিয়ে রেখ, আমায় একবার মার্কেট ঘুরে আসতে হবে। তুমি যাবে ঠাকুরপো?

বিমল। আমি কি পারব ওসব?

সুনন্দা। খুব পারবে মশায় খুব পারবে, নিজেকে যত গো-বেচারা মনে কর, তত আনাড়ি তুমি নও। অণিমা তুই ও যাবি।

অণিমা। অপর্ণা যাবে না?

অপর্ণা। দাদা আসবেন যে কলেজ থেকে।

অণিমা। তাতে অসুবিধা কি? আর সেত চারটের আগে নয়।

অপর্ণা। তিনি সারা দিন পরিশ্রম ক'রে ঘরে ফিরবেন আর আমরা কেউ বাড়ী থাকব না?

বিমল। কেমন বলিনি আপনাদের—এমন দাদাব্রতা ভগ্নী আর খুঁজে পাবেন না।

অপর্ণা। দাদার এইটুকু সেবায় যে বোন লাগেনা—তার কথা আমি ভাবতে পারি না।

সুনন্দা। তা' হলে তুমি তোমার দাদার অপেক্ষায় থাক, আমরা ঘুরে আসি। ঠাকুরপো তুমি?

বিমল। আমি তৈরী হয়েই আছি বৌদি, শুধু জামাটা বদলাবার অপেক্ষা।

[প্রস্থান]

অণিমা। আমি ভাই একবার বাড়ী হ'য়ে যাব।

সুনন্দা। তুই তা'হলে আগেই বেড়িয়ে পড়—তোকে তুলে নেব ঠিক সময়।

[প্রস্থান]

যদু। (নেপথ্যে)—মা মা—

অপর্ণা। কি যদু কি হয়েছে ?

(যদুকে অবলম্বন করিয়া যতীন্দ্রের প্রবেশ)

অপর্ণা। কি হ'ল দাদা ?

যতীন্দ্র। তেমন কিছু নয়, রাস্তায় মাথাটা কেমন ক'রে উঠল, কলেজে ক্রমশঃ বেড়ে চল্ল দেখে চলে এ'লাম, তুই ভাবিস্‌নে।

অপর্ণা। যদু ডাক্তার নিয়ে আসুক। যদু—

যতীন্দ্র। নারে না, অত হাঙ্গামা করতে হবে না, শুয়ে একটু ঘুমুলেই ও সব সেরে যাবে। এরা সব বেড়িয়েছে বুঝি ?

অপর্ণা। বৌ-দি মার্কেটে গেছেন বিমলদাকে নিয়ে।

যতীন্দ্র। তুই গেলিনে কেন ? দেখে আসতিস্‌ ?

অপর্ণা। দেখাত পালাচ্ছে না দাদা এর পরে দেখলেও চলবে, তুমি শোবে চল দেখি।

(ব্যস্ত ভাবে সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা। আমার ব্যাগটা কোথায় ফেল্লাম অপর্ণা ? দেখি ও ঘরে একবার—যদু যদু।

অপর্ণা। অসুখ নিয়ে দাদা কলেজ থেকে ফিরেছেন বৌ-দি।

সুনন্দা। সহরে ডাক্তারের অভাব নেই। ব্যাগটা কোথায় যে ফেল্লাম। (যতীন্দ্রের কাছে যাইয়া) অসুখ হয়েছে, কি অসুখ ? ও মাথা ধরেছে, আমি ভাবলাম না জানি কি ?

যাক্ আমি চল্লুম, অপর্ণা তুমি তৈরী হ'য়ে নাও—পাঁচটায় কিন্তু গাড়ী আসবে।

যতীন্দ্র। কোথায় যাবার কথা হচ্চে—বরেনের বাগানে?

সুনন্দা। হ্যাঁ বরেনের বাগানে, কেন তোমার আপত্তি আছে?

যতীন্দ্র। যদু সদরে তালা দিয়ে আয়।

সুনন্দা। আমায় তুমি জোর ক'রে আটকাতে চাও?

যতীন্দ্র। শোন, আজ যদি তুমি বরেনের বাগানে যাও, তাহ'লে এবাড়ীতে আর আসবার চেষ্টা ক'রো না।

সুনন্দা। বেশ আমার মনে থাকবে।

[প্রস্থান]

[যতীন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল]

অপর্ণা। (যতীন্দ্রের মাথাটা কোলে লইয়া) বৌদি—বৌদি—

পঞ্চম দৃশ্য

[যতীন্দ্রের পূর্ব্ববর্ণিত কলিকাতায় বসিবার ঘর। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার প্রায় পনর দিন পরে, বিমল বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতে ছিল। সময়—সকাল দশটা]

(অণিমার প্রবেশ)

বিমল। ও—আপনি—বসুন—বসুন, কিন্তু আপনার সাথীত আজ কাল এখানে থাকেন না।

অণিমা। সে আমি জানি, আর জানি ব'লেই এসেছি যতীন বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে।

বিমল। কারণ ?

অণিমা। কারণ যতীন বাবু তাঁর সঙ্গে স্বামীর মত ব্যবহার কচ্ছেন না।

বিমল। স্বামীর মত নয়, স্বামীকে আর স্বামীর মত হতে হয় না।

অণিমা। তা যাই হোক, যতীনবাবু স্বামীর মত ব্যবহার করতে বাধ্য, একথা স্বীকার করেন নিশ্চয় ?

বিমল। অস্বীকার করছি না।

অণিমা। বেশ, তিনি তার ভরণ পোষণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থার জন্য আইনত দায়ী ?

বিমল। দেখুন, এ সব আইন আমার তেমন ভাল জানা নেই, আমি ওকালতি করি না। কিন্তু, এ সব প্রশ্ন কেন বলুন ত ?

অণিমা। কারণ যতীনবাবু সুনন্দার সঙ্গে প্রকৃত স্বামীর মত ব্যবহার কচ্ছেন না।

বিমল। প্রকৃত স্বামী! দাঁড়ান দাঁড়ান, কথাটা ঠিক মাথায় নিতে পাচ্ছি না। প্রকৃত স্বামী—আপনি বলতে চান স্বামী দুরকম—প্রকৃত ও অপ্রকৃত? তার মানে আপনার মতে অপ্রকৃত স্বামী বলে কিছু আছে?

অণিমা। কথা ঘোরাবেন না, প্রকৃত স্বামী মানে যথার্থ স্বামী।

বিমল। চমৎকার! আচ্ছা, আপনি এসব গোলমালের মধ্যে না থেকে—অভিধান, ব্যাখ্যা পুস্তক, নিদেন পক্ষে পরীক্ষা পাসের সহজ উপায়, এরকম একটা কিছু লেখবার চেষ্টা করুন না মিস্ অণিমা—

অণিমা। মিস্ নয় আমাকে অনিমা দেবী বলে ডাকবেন। মিস্ মানেই পরের অর্থাৎ পিতার অধীন—কিন্তু আমি কারোর অধীনতা স্বীকার করি না।

বিমল। বেশ বলে যান বলে যান।

অণিমা। যতীন বাবু যা করেছেন, তা নিষ্ঠুরতা ও অভদ্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এর প্রতিবিধান চাই।

বিমল। বেশ, প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন।

অণিমা। তাই করব—আপনি যতীন বাবুকে একবার ডেকে দিন।

বিমল। কিন্তু তার আগে আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনুন। আপনি এই ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছেন বলে আপনাকে আমি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব।

অণিমা। (সভয়ে) একি আপনি সত্যি বলছেন?

বিমল। হ্যাঁ সত্যি বলছি।

অণিমা। না—না বিমল বাবু, ওসব আপনি করবেন না ; আমি এক্ষণি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। তাই কি হয়, এখান থেকে একপা নড়তে পাবে না। ঝগড়া করতে এসে এখন পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? তুমি আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব, এবার না হয় পুলিশ নাই ডাকলাম।

বিমল। ব্যাস, এবার পালাতে পারেন পালান।

অপর্ণা। এতদিন আসনি কেন?

অণিমা। সমিতির নিষেধ।

অপর্ণা। সমিতি মানে?

অণিমা। আমাদের সমিতি।

অপর্ণা। ও—তারপর? কি চায় তোমাদের সমিতি?

অণিমা। এই সমিতির উদ্দেশ্য মেয়েদের সামাজিক স্থবিধার দাবী নিয়ে আন্দোলন করা। সমিতির কতগুলো নিয়ম আছে, বিয়ে না করা তার মধ্যে একটা। যাক্ আমি এখন চলি।

অপর্ণা। খপরদার, এখান থেকে এক পা এখন নড়তে পাবে না। দাদা রয়েছেন ভেতরে—তিনি টের পেলে পুলিশ ডাকা আর আটকান যাবে না। তার চাইতে এক কাজ কর—ভেতরে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে সুস্থ হও, তারপর যা হয় হবে, এস।

[অণিমাকে লইয়া প্রস্থান]

(অন্যদ্বার দিয়া যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। (খবরের কাগজে চোখ রাখিয়াই) যদু!

যদু। (প্রবেশ করিয়া) বলেন বাবু।

যতীন্দ্র। স্নানের ঘরে জল দে।

যদু। এখ্‌নি আবার চান করবেন? এইত চান করে এলেন বাবু।

যতীন্দ্র। যা বল্লুম তাই কর।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। খাবার দেওয়া হয়েছে দাদা।

যতীন্দ্র। খাবার এখন তুলে রাখ ভাই, আমি ঘুরে এসে খাব।

অপর্ণা। এত বেলায় না খেয়ে বেরুবে, তা'হলে তুমি খাবে কখন দাদা?

যতীন্দ্র। বেলা তেমন বেশী হয়নি রে—তুই মিছে ভাবছিস। কিরে যদু—কিছু বলবি?

যদু। মা আজ এসেছিলেন?

যতীন্দ্র। কে? কে এসেছিল?

যদু। মা এসেছিলেন।

যতীন্দ্র। কেন কি চায় সে?

যদু। জানিনে বাবু। খুব ভোরে, তখন আর কেউ ওঠেনি। এসে জিজ্ঞেস কল্লেন "কেউ ওঠেনি বুঝি"? আমি বলতে যাচ্ছিলাম মা বারণ করলেন—বল্লেন—"না যদু তাদের তুলে কাজ নেই।"

অপর্ণা। আর কিছু বল্লে না?

যদু। না, মা ঘরে এসে বসলেন একটু, তারপরে চলে গেলেন।

যতীন্দ্র। (রুক্ষকণ্ঠে) যদু—

যদু। (চোখ মুছিতে মুছিতে) মায়ের কাপড় ময়লা মুখ শুকনো…।

যতীন্দ্র। তুই যাবি এখান থেকে, বদমাস কোথাকার ?

যদু। যাব নাই কেন বাবু—মায়ের লেগে বুকটা কেমন করে তাই।

[প্রস্থান]

অপর্ণা। একবার খোঁজ করবে না দাদা ?

যতীন্দ্র। না—কি দরকার ?

অপর্ণা। হয়ত কত কষ্ট হচ্চে—

যতীন্দ্র। তাতে আমার কি ? কষ্ট হচ্চে ! অপর্ণা, কষ্ট ও জাতের কপালের লেখা, আমি তা দূর করতে পারব না।

অপর্ণা। পাটভাঙ্গা শাড়ী না হ'লে যার এক বেলাও চলত না, তাকে পরতে হচ্চে ময়লা কাপড়—বুঝতে পাচ্ছ দাদা ?

যতীন্দ্র। বিয়ের পর থেকে তার চলে যাবার দিন অবধি প্রত্যেক দিনের খুঁটিনাটি আমার মনে গাথা রয়েছে—আমি তার কোন দুঃখই রাখিনি।

অপর্ণা। সে কি আমি জানিনে দাদা ?

যতীন্দ্র। না বোন সব কথা তুই জানিস্ না—জানবার কথাও নয়। আমি ছাড়া সংসারে ওর নিজের বলতে কেউ নেই।

অপর্ণা। কোথায় তা'হলে রয়েছে বৌদি ?

যতীন্দ্র। কোথায় কোন হোষ্টেলে হয়ত উঠেছে—হাতেও বোধহয় কিছু নেই।

অপর্ণা। তুমি একবার খোঁজ কর দাদা।

যতীন্দ্র। কেন কি দরকার ? এ ক'দিনেই ময়লা কাপড় পরতে হয়েছে, এরপরে যা' হ'বে তা মনে না আনাই মঙ্গল।

অপর্ণা। তুমি কি তাকে সেই পথেই এগিয়ে দেবে দাদা? তুমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা ক'রবে না?

যতীন্দ্র। আত্মহত্যার সঙ্কল্প নিয়ে যে সুযোগ খোঁজে—তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না—অপর্ণা ওর রক্তে রয়েছে ধ্বংশের বীজ—আমি কি করতে পারি বল!

অপর্ণা। কি যে তুমি করতে পার দাদা, তা আমিও ঠিক জানি না। তবে সব জেনে শুনে তাকে ত মরণের পথে ঠেলে দিতে পারি না—সে যে আমাদেরই একজন—তাকে বাঁচাতেই হবে—দাদা, বৌদিকে তুমি ফিরিয়ে আন।

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। (ভয়ে ভয়ে) আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল যতীন বাবু?

যতীন্দ্র। কিন্তু আমার ত এখন সময় হবে না শোনবার। অপর্ণাকে বলে যান, আমি ফিরে এসে শুনব সব।

[প্রস্থান]

অণিমা। আমি এবার উঠি অপর্ণা, অনেক কাজ রয়েছে হাতে।

অপর্ণা। তা' থাক—নারীসমস্যা তোমার একদিনে শেষ হবার নয়। যাক্—আসল কথা বল দেখি, বৌদিকে কোথায় রেখেছ?

অণিমা। সে আমাদের কাছেই রয়েছে।

অপর্ণা। বাড়ী ঘর ছেড়ে আর কত দিন সে থাকবে বাইরে?

অণিমা। সে আর এখানে এসে কি ক'রবে বল?

অপর্ণা। নিজের সংসারে এসে মানুষ কি করবে, সে কথা বুঝি তাকে আর একজন বলে দেবে?

অণিমা। এ ঘরকে সে নিজের ঘর ভাবতে পারে না।

অপর্ণা। সে পারে—তবে তোমরা তাকে ভাবতে দিচ্ছ না।

অণিমা। অনেকটা তাই বটে, আমরা তা' ভাবতে পারি না।

অপর্ণা। নাই বা পারলে তোমরা, পুলিশ ডাকার ভয়ে পালাচ্ছিলে না? এখন আমি যদি বলি—যে বৌদিকে জোর ক'রে লুকিয়ে রেখেছ, তার স্বামীর ঘরে তাকে আসতে দিচ্ছ না; তা' হ'লে অবস্থা কি হয় বুঝতে পাচ্ছ?

অণিমা। (ভয়ে ব্যাকুল হইয়া) সত্যি তুমি তাই করবে নাকি অপর্ণা? না না, সে ভারি মুস্কিল হবে—আমাকে ছেড়ে দাও ভাই আমি চলে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

অপর্ণা। তাই কি হয়—বিকেলের আগে তোমায় ছাড়ছিনে।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। খপরদার, ছাড়িস্‌নে দিদি।

অপর্ণা। একি দাদু! আপনি এখানে?

[মাধবকে প্রণাম করিল]

মাধব। হ্যাঁ আমি এখানে।

অপর্ণা। না দাদু আমার বড় ভয় কচ্ছে, কি হয়েছে বলুন আগে—আপনি কেন এলেন?

মাধব। দশ পনর দিন হ'য়ে গেল, আর ভাই সবুর সইল না—কৈ তামাকের যোগাড় ত' দেখছিনে। আচ্ছা বসি কোথায় বলতো—এ সব খাঁচাকলে আড়ষ্ট হ'য়ে বসা আমার পোষাবে না। থাকে ত মাদুর কি আর কিছু বিছিয়ে দে, একটু পা ছড়িয়ে বসি।

অণিমা। আমি যাই এখন ?

অপর্ণা। এই দুপুর রদ্দুরে কি কারুর ঘর থেকে যেতে হয় ভাই ? তুমি এমন অবুঝ কেন ? আর এই যে দেখছ বুড়োটী, উনি আমার দাদু, আলাপ কর খুসী হবে। ততক্ষণ এই চেয়ারটায় বসুন দাদু, আমি দেখি আপনার ছড়িয়ে বসে তামাক খাবার কিছু করতে পারি কি না।

[প্রস্থান ।

মাধব। (ইজিচেয়ারে বসিয়া) ভায়া আমার সায়েব হ'য়ে উঠেছে দেখছি, একেবারে বিলিতী ভাব।

অণিমা। (বিরক্তি ভরে) আপনি বিলেত গেছেন ?

মাধব। না দিদি, তীর্থ ঘোরাই জীবনে হ'য়ে উঠল না।

অণিমা। তা'হলে কি ক'রে বুঝলেন এ সব একেবারে বিলিতী ?

মাধব। আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, মেটে ঘর, চাটাই, মাদুর বড়জোর একখানা জলচৌকি আর দু একখানা ঠাকুর দেবতার পট— এই নিয়ে সংসার। এমন সব ঘর সাজান জিনিষ দেখলে আমাদের কি মনে হয় বুঝে দেখ।

অণিমা। তা' বলে যা জানেন না, তা বলেন কেন ?

মাধব। মানুষের স্বভাব দিদি, না জানার লজ্জা সহ্য হয় না। তা ছাড়া জেনে বল্লে নিজের ভুলটা নিজের চোখেই ধরা পড়ে কি না ? না জানার আলোচনায় সে ভয় নেই।

অণিমা। সবাই সব না জেনে বলে এই কি আপনি বলতে চান ?

মাধব। মাপ কর ভাই, জেরা করলে পেরে উঠব না। এক আনা জ্ঞান নিয়ে ষোল আনা পাণ্ডিত্য জাহির করাইত এ যুগের বিশেষত্ব। এই ধর না কেন তোমাদের কথা,

তোমরা চেষ্টা কচ্ছ যেন সাহেবদের মত হ'তে। ঘসে মেজে ছাই-ভস্ম মেখে রংটাকে যতদূর সম্ভব মেমেদের মত করা যায় তার চেষ্টা কচ্ছ; গায়ের ছাল তুলে যদি তাদের মত হওয়া যেত, তোমরা তাতেও পেছু হটতে না। কিন্তু তাই বলে এইটাই কি বুঝব দিদি, যে তাদের সব কিছুই তোমরা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছ?

অণিমা। তার মানে আপনি আমাদের ভাল চোখে দেখেন না।

মাধব। ঐটেই ভুল হ'ল ভাই, ও কথা ব'লো না, আমি তোমাদের খুব ভালবাসি।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। ও দাদু, পেটে পেটে এই বুদ্ধি—আমি কিন্তু দিদিমাকে সব বলে দেব।

মাধব। তা' আর দিবিনে? হিংসে হচ্চে যে! তা' হিংসে হ'লে আর কি করব বল, আমি আর তোর গেঁয়ো ঢংয়ে ভুলছিনে।

(যদুর প্রবেশ)

যদু। (মাধবের দিকে হুঁকা বাড়াইয়া দিয়া) ইচ্ছা করেন দেবতা।

মাধব। ইচ্ছে ত করবো, কিন্তু হুঁকোতে জল করেছিস্ ত?

যদু। আজ্ঞে ঐটাই ভুল হইয়া গেছেন!

মাধব। বেশ হয়েছেন, তা'হলে আর তামাক খাওয়া হবেন কি করে? যা বেটা আনাড়ি হুঁকো ফিরিয়ে নিয়ে আয়?

[যদুর প্রস্থান]

অণিমা। সিগারেট খান না কেন আপনি, ওতো আজকাল মেয়েরাও খায়।

মাধব। ওটা মেয়েদেরই মানায় ভাল। আমরা বুড়ো মানুষ ও সবে তেমন মৌজ হয় না। তা' এতক্ষণ আলাপ হ'ল তোমার সঙ্গে পরিচয়টা পেলাম না ত ?

অপর্ণা। বৌদির আর আমার বন্ধু, অণিমা মিত্র। বি-এ পাশ ক'রে দেশের কাজ কচ্ছেন।

মাধব। দেশের কাজ—হাঁ ওটা খুব ভাল কাজ। বুদ্ধি ক'রে ক'রতে পারলে, নিখরচায় আর বিনা পরিশ্রমে লাভের আশা ষোল আনা, তার ওপর উপরি পাওনা তো আছেই। দেখি দিদি দেখি, বি-এ পাশটাই করেছ বিয়েটা বুঝি করনি এখনও ?

অণিমা। বিয়ে না করাই আমাদের পণ। বি-এ পাশ না হ'লেও বিয়ে করতাম না।

মাধব। খুব ভাল পণ বলতে হবে। এ পণ যদি বজায় রাখতে পার দিদি, তা'হলে বাংলা দেশের একটা বড় রকমের উপকার হবে। পণ-প্রথার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মেয়ের বাপেরা দু'হাত তুলে তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রবে, আর বাংলা দেশের অকর্ম্মণ্য তরুণেরা পরিবার পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে তোমাদের মাথায় তুলে নাচবে। বেশ বেশ। হ্যারে অপর্ণা এ বাড়ীর যারা কর্ত্তা-গিন্নী তারা কোথায় ?

অপর্ণা। দাদা বেরিয়েছেন একটু আগে, আর গিন্নীর কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না দাদু, বুড়া তা'হলে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না।

(হুঁকা হাতে যদুর প্রবেশ)

যদু। ফিরৎ নিলেন নাই দোকানী। তাই সেই হুঁকাতেই জল করতে হলেন।

মাধব। তা' বেশ হয়েছেন, মোটের ওপর জল হয়েছেন তো ?

যদু। তা' আর হন নি আজ্ঞে ?

মাধব। তবে দে বেটা অকর্ম্মা, হ্যাঁরে তোর দেশ কোথা ?

যদু। বাঁকুড়া জেলা আজ্ঞে।

মাধব। সে দেশের লোক তামাক খায় ?

যদু। খুব খায় দেবতা খুব খায়—সব দুঃখী লোক, তাই ছোট কলকেতে খায়।

মাধব। বলিস্ কিরে, সবাই ছোট কলকের ভক্ত ?

যদু। কি করবেক দেবতা, পয়সাত নাই যে বড় কলকে কিনবেক ? হ্যা—তবে নজরটা ত আর ছোট নয়—তাই তামাকটা খায় বড়।

মাধব। ও পয়সা নেই বলে ছোট কলকেতে বড় তামাক খায় ? বেটা আনাড়ী দূর হ এখান থেকে।

[যদুর প্রস্থান]

মাধব। (তামাক খাইতে খাইতে) হ্যারে, তোর মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন দিদি, খাসনি বুঝি এখনও ?

অপর্ণা। না খেলেই বুঝি মুখ শুকোয়, কি যে বলেন দাদু !

অণিমা। এখনও খাওয়া হয়নি, বল কি অপর্ণা ! বেলা যে দুটো বাজে ভাই !

অপর্ণা। আমার একটুও কষ্ট হচ্চে না, তার ওপর দাদার এখনও খাওয়া হয়নি।

অণিমা। তার জন্যে এত বেলা অবধি না খেয়ে রয়েছ ?

মাধব। বলত দিদি তোর কেন খেতে বেলা হবে ? বিয়ে হয়নি যে স্বামীর পাতে খাবার লোভে না খেয়ে থাকবি— আর এ সব

গোড়ামীই যদি না ছাড়তে পারবি, তা' হ'লে ক'লকাতায় এলিই বা কেন, আর এতদিন রইলিই বা কি করতে ?

অণিমা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে ভাই, আমি উঠি এবার ; তোমার কথা আমার মনে থাকবে। নমস্কার দাদামশায়, আমি আসব আবার জ্বালাতন ক'রতে।

[প্রস্থান]

অপর্ণা। বাড়ীর যে কোন কথাই বল্লেন না দাদু ?

মাধব। সবুর কর। হ্যাঁরে—তোর বৌদি কৈ এখনও বল্লিনে! এখানে নেই নাকি ? তাইত আমার সঙ্গে দেখাটা হবে না ?

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

এস ভায়া এস, ভাবলাম কর্ত্তা গিন্নী হাওয়া খেতে বেরিয়েছ দুপুর রোদ্দুরে, এসে হয়ত মেরে তাড়াবে। তা' গিন্নী কৈ একা যে ?

যতীন্দ্র। ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু আপনি এমন অসময়ে ? খপর সব ভাল ত ?

মাধব। সে সব পরে শুনো'খন, আগে খেয়ে দেয়ে নাও, আর সেই ফাঁকে আমি একটু গড়িয়ে নিই। এই ছুঁড়ী, আমায় একটা ঘর দেখিয়ে দে, যে তোমাদের এই বাসের লাফানি, গা-হাত সব টাটিয়ে উঠেছে।

যতীন্দ্র। বেশত যেখানে পদ্মাসন করে বসেছেন, ঐখানেই পা দুখানা লম্বা করে দিন। শালগ্রামের ত শুনেছি ও দুটোই সমান।

মাধব। (প্রণাম করিয়া) ছি, ছি, ছি, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে দেখছি, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে তুলনা! হ্যাঁ, এবার তোমরা খেয়ে নাও ভাই।

যতীন্দ্র। পা-দুখানা তুলে এই ধারের ওপর রাখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ রকম।

মাধব। এ যে শূন্যে ঝুলে থাকা গোছের হ'ল; পড়ে যাব না ত?

যতীন্দ্র। না না, পড়বেন কেন, এইবার বলুন ত বেশ আরাম হচ্চে কিনা?

মাধব। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, এ যেন চ্যাংদোলা অবস্থা হ'লো। তা' হোক, তোরা যা ভাই খেয়ে নে এবার, আমি বরং ততক্ষণ ঝুলে ঝুলেই ঘুমোই। আর দেরী করিস্‌ নে—

যতীন্দ্র। তা'হলে—

মাধব। হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ এর পর সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে—এবার যা।

যতীন্দ্র। আয় অপর্ণা—

[যতীন্দ্র ও অপর্ণার প্রস্থান]

মাধব। যা' শুনে এলুম তাই হ'ল দেখছি বৌ-টা চলেই গেছে। কে?

(তামাক লইয়া যদুর প্রবেশ)

যদু। ইচ্ছা করেন দেবতা।

মাধব। তাই বল তুই, কিন্তু এখন নয় ঘুম থেকে উঠলে পর। খপরদার বেটা তার আগে যেন এসে ঘুম ভাঙাসনে।

যদু। সাজলাম্‌ আপনার নাম করে এজ্ঞে।

মাধব। বেশ করেছ এজ্ঞে, এবার প্রসাদ পাওগে।

যদু। তা' হ'লে এজ্ঞে—

মাধব। হ্যাঁরে বেটা—কিন্তু খুব সাবধান, হুঁকো এঁটো করিস্‌নে যেন।

যদু। তাই কি পারি দেবতা—আপনি ব্রাহ্মণ এজ্ঞে।

[প্রস্থান]

(সুনন্দার প্রবেশ)

মাধব। হুঁ বেটা আবার এসেছে।

সুনন্দা। এবার কি?

মাধব। কে? (উঠিয়া বসিয়া) ও আমি ভেবেছিলাম বোদো বেটা বুঝি।

সুনন্দা। আমিও ভুল করেছি, জানতাম না এ বাড়ী আজ কাল ধর্ম্মশালা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধব। ধর্ম্মশালা ঠিক নয়, তোমার মুখখানি দেখে মনে হচ্চে, তুমি যেন—

(হুঁকা হস্তে যদুর প্রবেশ)

যদু। ইচ্ছা করেন দেবতা—(সুনন্দাকে দেখিয়া) মা!

সুনন্দা। চেঁচিও না যদু—তুমি এখন যাও।

[যদুর প্রস্থান]

মাধব। ঠিক ধরেছি। আমি যতীন ভায়াদের গাঁয়ের লোক—সম্বন্ধও যে নেই তা'ও নয়—ওরা আমায় দাদু বলে।

সুনন্দা। আপনিই দাদু! কবে এলেন? (প্রণাম করিল)

মাধব। রাগ ক'রে দেশান্তরী হ'লে কাকে বলি বল?

সুনন্দা। আমি রাগ করে গেছি কে বল্লে?

মাধব। কেউ বলেনি ভাই। হঠাৎ এসে মজা ক'রব ভেবেছিলাম, কিন্তু এসে যা দেখলাম তাতে বুঝতে কি আর বাকী থাকে?

সুনন্দা। কেন এরা ভাই বোনে ত দিব্যি সুখে সংসার কচ্ছে।

মাধব। তোমাদের দিনে এটা হওয়াই আশ্চর্য্য, কিন্তু সাবেক দিনে এরকম না হ'লেই চোখে লাগত। ভাই বোনের সম্বন্ধটা কি কম হ'ল দিদি?

সুনন্দা। ও কথা থাক দাদামশায়, আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে অন্যায় ক'রেছি না জেনে, তার জন্যে মাপ চেয়ে নিই—তার পর—একবার—

মাধব। হ্যা—হ্যা সেই ভাল, রাগটা যখন পড়ে গেছে তখন এই হ'ল জোড়া দেবার সময়। ভায়াকেও বেশ সুস্থ দেখলাম না।

সুনন্দা। ও কথা বলবেন না দাদামশায়, ও লোকটীকে তাহলে চেনেননি আপনারা ভাল করে—

মাধব। সেত সত্যি কথা—তোমার মত ক'রে তাকে চিনব কোন সুবাদে বল। ভাই বোনে বোধ হয় মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা চলেছে, তুমি গিয়ে তদারক কর। দেখি দেখি আমার কাছে একটু সরে এসত দিদি।

সুনন্দা। (কাছে আসিয়া) তার পর? (মাধব বেশ করিয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিল) কি দেখছেন অত করে দাদু?

মাধব। দেখছি তোমার মুখখানি কাছ থেকে কেমন লাগে দেখতে। আচ্ছা দিদি! তোমার কি ছেলেবেলার কথা কিছুই মনে পড়ে না?

সুনন্দা। না, আমি 'অনাথ আশ্রমে' মানুষ হ'য়েছি এইটুকুই শুধু জানি।

মাধব। যা হোক, অনাথ আশ্রমের লোকদের বেশ ভাল বলতে হবে। একটা প্রাণ তারা রক্ষা করেছে। আচ্ছা এই অনাথ আশ্রমটা কোথায় বলতে পার?

সুনন্দা। (হাসিয়া) কেন বলুন ত? আপনাকে কিন্তু এ বয়সে অনাথ বলে চালান যাবে না দাদু।

মাধব। বেশ দিদি বেশ, বড় ভাল কথা বলেছ। কিন্তু কথাটা কি জান—বুড়োতে আর শিশুতে বিশেষ তফাৎ ত নেই। সহর

জায়গা, যদি হারিয়ে টারিয়ে যাই, ঠিকানা জানা থাকলে চট্ ক'রে উঠে পড়তে পারব। কোথায় বল দেখি আশ্রমটা?

সুনন্দা। ৪০২ সার্কুলার রোড্।

মাধব। ব্যস এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হারিয়ে গেলেও একেবারে হারিয়ে যাব না, কি বল? যাক এবার ভিতরে যাও দিদি।

সুনন্দা। না—না দাদামশায় আমি এক্ষুণি চলে যাব। ওঁরা কেমন আছেন একবার দেখতে ইচ্ছে হ'ল তাই এসেছিলাম—আপনি কিছু বলবেন না যেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। বৌ-দি পালাচ্ছ চুপি চুপি? কৈ যাও দেখি?

দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সুনন্দা। কি কর অপর্ণা? সর—আমায় যেতে দাও, এ সব আমার ভাল লাগে না।

অপর্ণা। কি তবে তোমার ভাল লাগে শুনি? সমাজ সংস্কার? একটা মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলবার যোগ্যতা নেই, তেজ দেখাতে তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ বৌ-দি ছিঃ।

মাধব। তোরা বাগ্‌যুদ্ধ করতে থাক—আমি ততক্ষণ একবার কালীঘাটটা ঘুরে আসি।

অপর্ণা। এই রোদ্দুরে! বিকেলে না হয় যাবেন দাদু।

মাধব। থাম ছুঁড়ী। যাচ্ছি দেবী দর্শনে উনি আমাকে রোদ্দুর দেখাচ্ছেন। দে আমার ছাতা আর লাঠিটা দে। ব্যস্—হ্যাঁ

তুমি কিন্তু পালিও না নাতবৌ—আমি বিকেলের আগেই ফিরব। দুর্গা দুর্গতি নাশিনী মা।

[প্রস্থান]

অপর্ণা। বড় যে রাগ দেখিয়ে চলে গিয়েছিলে, আবার এলে কোন লজ্জায়? চোরের মত চুপি চুপি নিজের ঘরে আসতে তোমার ঘৃণা হ'ল না?

সুনন্দা। তুমি আমার অপমান কচ্ছ অপর্ণা।

অপর্ণা। অপমান? বৌদি! যে কীর্ত্তি তুমি করেছ—পাড়াগায়ে হ'লে তোমার মাথায় ঘোল ঢেলে বিদায় কর্ত্ত।

সুনন্দা। পাড়াগায়ের কথা থাক্ অপর্ণা, এ যখন পাড়া গা নয়, তখন আমার পথ ছেড়ে দাও আমি চলে যাচ্ছি।

অপর্ণা। বেশ, তোমার পথই আমি ছেড়ে দেব; তবে মনে রেখ বৌদি—আজও খুঁজে নিলে এ ঘরে তোমার স্থান হ'তে পারে, কিন্তু আজ যদি সে ঘর তুমি ত্যাগ কর, তা' হ'লে এ ঘরের পথ আর কোন দিন তোমার সামনে খুলবে না।

সুনন্দা। এ ঘরের পথ আমার কাছে রুদ্ধই ছিল, চিরদিন রুদ্ধই থাকবে, কিন্তু—

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। কিন্তু কেন? পথ তোমার খোলাই পড়ে রয়েছে। অপর্ণা ছেলে মানুষ তাই আটকাতে গিয়েছিল—তুমি অনায়াসে চলে যেতে পার।

অপর্ণা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আটকাতে গিয়ে অন্যায় করেছি, ও যে এমন তা' আমি এততেও বুঝতে পারিনি।

[চোখে আঁচল দিয়া প্রস্থান]

যতীন্দ্র। কি জন্যে আবার এসেছ ?

সুনন্দা। আমি এখানে থাকতে আসিনি।

যতীন্দ্র। সে আমি জানি, আরও জানি যে এ ঘর তোমার থাকবার জায়গা নয়। তোমার স্থান পথে—তোমার স্থান অনাত্মীয়ের করুণায়, তুমি সেইখানেই যাও।

সুনন্দা। আমি ত অনেক দিনই গেছি।

যতীন্দ্র। তবে আবার এসেছ কেন চোরের মত ? একবার নয় দু'দু-বার—আরও একবার তুমি এসেছিলে। যেখানকার সকল সম্বন্ধ শেষ করে দিয়ে চলে গেছ, সেখানে চোরের মত আসবার কোন দরকার ছিল না।

সুনন্দা। আর আসব না।

যতীন্দ্র। না আর এস না। হ্যাঁ আর আমার ঘরে তোমার যে সব জিনিষ রেখে গেছ, সে সব নিয়ে যাও। তোমার জিনিষ ঘরে রেখে আমার ঘর আমি অপবিত্র করতে পারি না।

সুনন্দা। বেশত, তোমার দেব মন্দিরের শুচিতা যাতে নষ্ট না হয়, তারই ব্যবস্থা আমি করছি। সম্পদ আমার কিছুই ছিল না আজও নেই—তোমার কাছ থেকে কিই বা আমি পেয়েছি যে নিয়ে যাব।

যতীন্দ্র। তুমি কি পেয়েছে আর কি পাওনি সে কথা এ সময় আর তুলব না, সে কথা থাক। একদিন যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তোমার ও আমার মধ্যে সে সম্বন্ধ যখন নিঃশেষ হ'য়েই গেছে, তখন দেনা পাওনার কথা আর না তোলাই ভাল ; তুমি পথে দাঁড়িয়েছ পথেই দাঁড়াও। অন্যের কাছে ভিক্ষা নিতে যার মর্য্যাদায় বাঁধে না—তাকে আমার আর বলবার কিছুই নেই।

সুনন্দা। তোমার কাছ থেকে উপদেশ শুনতে এসেছি মনে কর নাকি ?

যতীন্দ্র। না—তা মনে করি না। আমার উপদেশ তোমার মত কুল-ত্যাগিনীর জন্য নয়; তোমাকে উপদেশ দেবে না কেউ, তোমাকে করবে আদেশ—তার জন্য রয়েছে প্রেমেন—তার জন্যে রয়েছে বরেন। তোমাকে চালিয়ে নেবার লোকের অভাব নেই। তুমি স্বাধীনা স্বামীর প্রভুত্ব মানতে পার না—কিন্তু অন্যের হাতে খেলার পুতুল হতে তোমার আপত্তি নেই। সুনন্দা! অধঃপাতের কোন্ স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছ বুঝতে পাচ্ছ না এখনও ?

সুনন্দা। সে আলোচনা থাক্—আমি চলেই যাচ্ছি।

যতীন্দ্র। হ্যাঁ তাই যাও, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে যাও আর কখনও আসবে না।

সুনন্দা। বেশ আর কখনও আসব না।

[প্রস্থান]

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। একি দাদা, বৌ-দিকে তুমি তাড়িয়ে দিলে ?

যতীন্দ্র। হ্যাঁ অপর্ণা। ওরে আমাকে তুই বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছিলি, যাবি আজ নিয়ে ?

অপর্ণা। সত্যি তুমি যাবে দাদা ?

যতীন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ যাব, আজই এক্ষুণি, আর এক মুহূর্ত্তও আমি কোলকাতায় থাকব না। এখানকার হাওয়া আমার পক্ষে বিষ হ'য়ে উঠেছে। চল অপর্ণা—যতু—

অপর্ণা। কিন্তু দাদু ? দাদু যে কালীঘাটে গেছেন ? বিমলদা রয়েছেন বাইরে।

(যদুর প্রবেশ)

যদু। বলেন আজ্ঞে—

যতীন্দ্র। বিমলের জন্য ত ভাবছি না, তবে দাদামশায়—দেখ যদু, ঐযে বুড়ো দাদু এসেছেন আমাদের এখানে, তাঁকে খুব যত্ন করবি। যে ক'দিন তিনি থাকবেন, তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়। আর আমাদের কথা জিজ্ঞাস করলে বলবি, আমরা চলে গেছি। আয় অপর্ণা—চল—

[যতীন্দ্র ও অপর্ণার প্রস্থান]

যদু। কোথাকে গেলেন সুধালে তখন আমি কি বলব ? (ভাবিয়া) কিছু বলব নাই।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। কিরে তুই অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে ?

যদু। আমাকে বলছেন আজ্ঞে ?

বিমল। হ্যাঁ বাবা তোমাকেই বলছি।

যদু। বলছেন বলেন, আমি শুনে রাখলাম, কিন্তু বাবু—জিজ্ঞাসলে —কিছু বলতে পারব না আজ্ঞে।

(ভিতরে গেল)

বিমল। বেটা ডোবালে দেখছি ; ওরে এই যদু !

[যদুর অনুসরণে প্রস্থান]

(ভীত ও চকিত অবস্থায় সুনন্দার প্রবেশ)

[একবার চারিদিক দেখিয়া, ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে ফিরিয়া বাহিরের দিকে যাইতেছিল—কিন্তু মত্ত অবস্থায় প্রেমেনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সরিয়া আসিয়া]

সুনন্দা। তুমি—তুমি এখানেও এসেছ? কি সর্ব্বনাশ!

প্রেমেন। সর্ব্বনাশ! বল কি সুনন্দা—তোমার কি আছে যে সর্ব্বনাশ হবে? যে মেয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে পথে বের হয় তারও আবার সর্ব্বনাশ!

সুনন্দা। তার মানে? তুমি কি মনে কর আমাকে?

প্রেমেন। ঠিকই মনে করি—তুমি যা, তাই মনে করি—তুমি যা—তাই।

সুনন্দা। না—তাই নয়। তুমি নির্ব্বোধ পশু বলে মনে কচ্ছ দু'দিনের সহজ পরিচয়ের ফলে তুমি আমাকে পেয়ে বসেছ। কিন্তু প্রেমেন—হাসি খেলায়, আর মেলামেশায় যে মেয়েকে হাত করা যায় আমি সে মেয়ে নই। তুমি—

প্রেমেণ। ব্যাস্ ব্যাস্ বুঝতে পেরেছি—অত কথার আর দরকার নেই—তোমাকে যেতেই হবে—তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে—আজ আর আমি কোন কথা শুনব না। ভাল কথায় না যাও—আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব।

সুনন্দা। তুমি পারবে না—

[প্রেমেন কাছে আসিয়া সুনন্দার হাত ধরিতে চেষ্টা করিল]

না না—না তুমি কাছে এস না।

[প্রেমেন সুনন্দাকে ধরিলে সুনন্দা হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

সুনন্দা। (আর্ত্ত কণ্ঠে) যদু যদু—যদু—

(বিমল ও যদুর প্রবেশ)

[বিমল প্রেমেনকে প্রহার করিলে সে কোন রকমে পলাইয়া গেল]

সুনন্দা। (ভগ্ন কণ্ঠে) ঠাকুর পো !

বিমল। আমি বুঝেছি বৌদি, (যদুর প্রতি) হ্যাঁরে এরা সব কোথায় ?

যদু। বাবুরা ভাইবোনে চলে গেলেন আজ্ঞে।

বিমল। কোথায় গেলেন ?

যদু। সেটিত বলেন নাই আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

সুনন্দা। কি হবে ঠাকুর পো ?

বিমল। জানি না—।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। কি জানা জানি হচ্ছে হে তোমাদের ? আর সব কোথা ?

বিমল। দাদা আর অপর্ণা হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।

মাধব। জয় দুর্গা ! তা' হ'লে আমরা আর ক'লকাতার ভেতরে পচে মরি কেন ? চল আমরাও বাইরে যাই।

বিমল। সে বাইরেটা কোথায় দাদু ?

মাধব। আবার কোথায়, দেশে ! দেশে চল নাতবৌ—

সুনন্দা। আমি ? আমি কোথায় যাব দাদু ?

মাধব। দেশে—নাতবৌ দেশে, তোমাকেই ত সব আগে সেখানে যেতে হবে। বুঝতে পাচ্ছনা ওরা দেশে গেছে ; যতীন ভাল ছেলে সেজে বাপের কাছে ক্ষমা-টমা চেয়ে সেখানে কায়েম হ'য়ে বসবে—আর আমরা কি এই বিদেশে কদলী ভক্ষণ করব? আর দেরী নয়—চল—।

সুনন্দা। কিন্তু—

মাধব। কিন্তু নয় নাতবৌ—আর কিন্তু নয়। দেশে চল—দেখবে—শুধু শ্বশুরের ক্ষমাই নয়—আরও অনেক বিস্ময় সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

(হুকো হস্তে যদুর প্রবেশ)

যদু। ইচ্ছা করেন দেবতা।

মাধব। এসেছ বেটা যমের দূত? কল্‌কে কৈরে গাধা—শুধু হুকো নিয়ে তামাসা করতে এসেছিস্‌?

যদু। ওইটাইত ভুল হয়ে গেছেন আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

মাধব। তা' হলে আর দেরী করে কাজ নেই।

সুনন্দা। কিন্তু আমার কাপড় চোপড়—

মাধব। আটকাবে না নাতবৌ কিছু আটকাবে না, সেখানকার লোক যখন দিগম্বর নয়—তখন কাপড়ের জন্যে তোমারও আটকাবে না।

সুনন্দা। আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

মাধব। খুব ঠিক হবে—বরং না যাওয়াটাই বেঠিক হবে—অপর্ণার সঙ্গে বিমলের বিয়ের দিন এগিয়ে এল—তোমার না গেলে

চলবে কেন? চল আর দেরী নয়—বিমল—তোকেও কি সাধতে হবে নাকি?

বিমল। আজ্ঞে না—চলুন।

মাধব। বুঝেছি—বিয়ের নাম শুনে আর তর সইছে না—দুর্গা দুর্গা—।

(শুধু কলিকাটী লইয়া যদুর প্রবেশ)

যদু। ইচ্ছা করেন দেবতা।

মাধব। তোর ইচ্ছের নিকুচি করেছে।

[দৃশ্য ঘুরিয়া গেল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[উমাপ্রসন্নের গৃহের অভ্যন্তর ভাগ। প্রশস্ত অঙ্গন, ঘর, ঘরের দাওয়া পরিষ্কার নিকান। একদিকে একটী তুলসীমঞ্চ। বহির্দ্বারের কাছে দেওয়ালে হাত রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া অপেক্ষমান উমাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া। দূরে নেপথ্যে শ্রীনাথের গান—গানের প্রথম চরণ গাওয়া হইলে উদ্বিগ্ন মুখে করুণার প্রবেশ]

করুণা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে?

উমাপ্রসন্ন। অপেক্ষা করছি করুণা—অপেক্ষা করছি।

করুণা। (কাছে আসিয়া) ওগো?

উমাপ্রসন্ন। ভয় নেই আমি পাগল হইনি। আজ আমার কেবলই মনে হচ্চে কে যেন আসবে ঐ পথ দিয়ে। আচ্ছা বলতে পার করুণা, যে আমাদের একমাত্র পুত্রকে আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, পিতামাতার স্নেহ আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে যে সর্ব্বনাশীর প্রেমের কাছে, আজ তাকেই দেখবার জন্য আমার এই আকুল আগ্রহ কেন?

(গান গাহিতে গাহিতে শ্রীনাথের প্রবেশ)

(**শ্রীনাথের গান**)

ওরে মনরে আমার মন
কোন অরূপ রতন পাবার আশায়
কাঁদিস্ অনুক্ষণ? (ওরে মন)

আধেক রাতে স্বপন পারে
কে আসে তোর প্রাণের দ্বারে
তোর জীবনবীণার তারে তোলে
গানের গুঞ্জন। (ওরে মন)

অ-ধরা সে কয় না কথা যায় না পাওয়া তাকে
দূরের থেকে চাঁদের আলোয় করুণ চোখে ডাকে
রাতের ঘুমে দিনের কাজে
সে ডাক বাজে মনের মাঝে
বুঝি তারি লাগি হয় বিবাগী
নিখিল ত্রিভুবন। (ওরে মন)

(গানের মাঝামাঝি উমাপ্রসন্নের প্রস্থান)

শ্রীনাথ। আমার অপর্ণা মা কবে ফিরবে প্রসন্নদা ?

করুণা। উনিত এখানে নেই ঠাকুর পো !

শ্রীনাথ। ও—মায়ের কি আমার ফিরে আসতে দেরী হবে বৌ-ঠান ?

করুণা। কি জানি। অসাধ্য সাধনের প্রয়াস নিয়ে সে গেছে তার দাদার কাছে, হয়ত ফিরে আসবে ব্যর্থতার ব্যথা নিয়ে। দেরী হওয়া বিচিত্র নয়। আর যদি নাও আসে তাতেই বা ক্ষতি কি ? আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রায় নিঃশেষ হয়েই গেছে। তাই দুঃখ হ'লেও কোন অভাবই আমরা আর বড় করে দেখি না। ঠাকুরপো—তুমি হারিয়ে দুঃখ পাচ্ছ, আর আমরা ভুগছি তাড়িয়ে।

শ্রীনাথ। (সনিঃশ্বাসে) লোকে বলে কর্মফল, বোধহয় সেই কথাটাই সত্যি।

করুণা। জানি না, কোন পাপের ফলে আমরা দুঃখ পাচ্ছি, কিন্তু দুঃখটাত বিধাতারই দান ভাই, ওকে ভয় করলেত মানুষের চলে না।

শ্রীনাথ। আমি তা' হলে এখন উঠি বৌ-ঠান, একটু কাজও আছে, উমাদার সঙ্গে পরে দেখা করব।

[প্রস্থান ।

(করুণা পথের দিকে চাহিয়া রহিল, উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। ওদের না পেলে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি, না করুণা?

করুণা। (উমাপ্রসন্নকে ধরিয়া বসাইয়া) না, আমাদের আবার লাভ ক্ষতি কি? যা ঠিক ছিল তাই হয়েছে, এখন যে দিকে মন করেছ সেই দিকের কথাই ভাব দেখি।

উমাপ্রসন্ন। তাইত ভাবছি করুণা, তাইত সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবার শক্তি ভিক্ষা করছি ভগবানের কাছে। সংসারের আকর্ষণ থাকলেত বানপ্রস্থ সফল হয় না।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। বানপ্রস্থ কার বাবা, কে যাচ্ছে বানপ্রস্থে?

[পিতা ও মাতাকে প্রণাম

উমাপ্রসন্ন। আমার ভুল হয়েছে মা, বানপ্রস্থ নয় তীর্থবাস; কিন্তু তুমি কার সঙ্গে এলে?

করুণা। (কঠোর কণ্ঠে) কার সঙ্গে এলি তুই অপি, কে তোকে নিয়ে এল?

অপর্ণা। কেন দাদা নিয়ে এসেছেন।

করুণা। যতী এসেছে, কৈ কোথায় সে ?

অপর্ণা। বাবা মুখ দেখবেন না বলেছিলেন তাই ভেতরে আসেননি, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

উমাপ্রসন্ন। যতীন্দ্রকে ডেকে আন করুণা—বল আমি তাকে ডাকছি।

করুণা। (দ্বারের কাছে যাইয়া) আয় যতী,আয়।

(যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। (পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া নত মুখে) আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে এলাম মা।

উমাপ্রসন্ন। তুমি ফিরে এলে মানে, বৌমা কোথায় ?

করুণা। বৌকে কোথায় রেখে এলি ?

যতীন্দ্র। তাকে কোথাও রাখবার দরকার হয়নি মা সে নিজেই চলে গেছে।

উমাপ্রসন্ন। কোথায় গেলেন তিনি, কেন গেলেন ? কি তুমি করেছ তার সঙ্গে ? আমি ত জানি তিনি গৃহত্যাগ করতে পারেন না।

করুণা। বল বাবা সব খুলে বল, কোথায় রেখে এলি বৌমাকে ? তারপর খুড়োমশায় গেলেন সেখানে, তিনি এলেন না, বিমল এল না, কি যে সব করিস্ তোরা। এই অপি কি হয়েছে সব বল।

অপর্ণা। কি বলব মা, বৌ-দি চলে গেল দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে। দাদু আর বিমলদা রয়েছেন সেখানে।

উমাপ্রসন্ন। তাঁদের ফেলে রেখে, তোমরা চলে এলে এত আমি ভাল বুঝছিনে যতীন্দ্র।

অপর্ণা। আমরা যখন চলে আসি, তখন তাঁরা কেউ কাছে ছিলেন না; দাদু তখন কালীঘাটে, আর বিমল-দা কি কাজে বাইরে গেছেন।

উমাপ্রসন্ন। (যতীন্দ্রের প্রতি) আমি তাই অনুমান করেছি, তুমি তা'হলে বৌমাকে তাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছ ?

যতীন্দ্র। না বাবা, সে স্বেচ্ছায় চলে গেছে।

উমাপ্রসন্ন। তা কখনও হয় না হ'তে পারে না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীকে কখনও ত্যাগ করে না, তুমি তাঁকে বাধ্য করেছ স্বেচ্ছায় চলে যেতে। স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যাবার মত মেয়েত তিনি ছিলেন না; তুমি দুর্ব্যবহারে তাঁকে তাড়িয়েছ।

[অস্থির হইয়া উঠিলেন]

যতীন্দ্র। (সবিস্ময়ে) আমি বাধ্য করেছি তাকে চলে যেতে ?

উমাপ্রসন্ন। নিঃসন্দেহ। স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে ত্যাগ করা যত সহজ, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ত্যাগ ততোধিক দুঃসাধ্য। তুমি অত্যাচারে, পীড়নে, অবজ্ঞায় ও অবহেলায় তাকে অসহায় করে তুলে ছিলে; তাই তিনি চলে গেছেন। তুমি এমনি অধম যে ধর্ম্ম সাক্ষী করে যে নারীর সকল ভার গ্রহণ করেছিলে, তাকে নিষ্ঠুরের মত পরিত্যাগ করেছ। তোমাকে কিছু বলবার ভাষা আমি খুঁজে পাই না।

অপর্ণা। আমিত নিজের চখে দেখেছি বাবা, এতে দাদার কোন দোষ নেই !

করুণা। তবে বৌ গেল কেন ?

যতীন্দ্র। (স্থির কণ্ঠে) গেল সে থাকবে না বলে, আমি তার প্রতি এতটুকু অবিচার করি নি।

উমাপ্রসন্ন। তুমি মূর্খ তাই বুঝতে পার নি তোমার অবিচারের রূপ। তুমি নির্ব্বোধ, মনে করেছিলে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ। তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য সমাজ তোমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু বিদ্রোহীর সে তেজ তোমাতে নেই—তুমি চাইলে সমাজের আশ্রয়, আত্মীয়ের সহানুভূতি। দুর্ভাগা তুমি সেখানে পেলে আঘাত, আর তুমি সেই আঘাতের প্রতিঘাত করলে একটী অসহায়া নারীর ওপর—যে একান্ত বিশ্বাসে তোমাকেই অবলম্বন করেছিল।

যতীন্দ্র। কিন্তু আমি যে তাকে সুখী করতে প্রাণ-পণ করেছি বাবা।

উমাপ্রসন্ন। (উত্তেজিত ভাবে পাদচারণ করিতে করিতে) না-না। প্রাণ-পণ তুমি করনি, সে শক্তি তোমার নেই। তুমি চেয়েছিলে তাঁর শিক্ষা, তাঁর পরিবেশ, তাঁর সহজাত সংস্কার তাঁর প্রেম সব কিছু, আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে তোমার বশ করতে। তোমার স্বামিত্বের এই অহঙ্কার তাঁকে একটু একটু করে দূরে নিয়ে গেছে তোমার কাছ থেকে। যতীন্দ্র তুমি এ কি করলে? আমি তোমাকে ক্ষমা করেছিলাম কিন্তু আজ—আজ যে আমি তোমাকে সেই ক্ষমার চক্ষে দেখতে পাচ্ছিনা। তুমি ছিলে সমাজ-দ্রোহী—আজ হ'লে কর্ত্তব্যহীন ধর্ম্মদ্রোহী। করুণা—আর কেন? আর ত আমাদের থাকা চলে না, তুমি প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান]

করুণা কোথায় যাচ্ছ তুমি অমন করে?

[স্বামীর অনুসরণে প্রস্থান]

অপর্ণা। কি হবে দাদা?

(শ্রীনাথের প্রবেশ)

শ্রীনাথ। উমা-দা—

অপর্ণা। আসুন শ্রীনাথ কাকা! (হাত ধরিয়া আনিল)

শ্রীনাথ। তুমি কখন এলে গো, খুড়োমশায় নিয়ে এলেন?

অপর্ণা। না কাকা—আমি দাদার সঙ্গে এসেছি।

শ্রীনাথ। হ্যাঁঃ যতীন এসেছে? উমা-দা আমি বলি নি?

অপর্ণা। বাবাত এখানে নেই কাকা।

শ্রীনাথ। ও—কিন্তু তাঁর ত এসময় কোথাও যাবার কথা ছিল না মা, কাছেই কোথাও গেছেন বুঝি?

অপর্ণা। না কাকা, তিনি বাড়ীতেই আছেন—আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

যতীন্দ্র। আপনি বসুন কাকা।

শ্রীনাথ। এইযে বসছি বাবা।

[যতীন্দ্র ধরিয়া শ্রীনাথকে দাওয়ায় ধাপের উপর বসাইয়া দিল]

শ্রীনাথ। তুমি ভাল আছ? সেখানকার সব?

যতীন্দ্র। আছে সব একরকম।

(উমাপ্রসন্নের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। রাম নারায়ণ অনন্ত—মুকুন্দ মধুসূদন। শ্রীনাথ কখন এলে?

শ্রীনাথ। এই আসছি—কেমন উমাদা আমি বলিনি, যতীন্দ্র ফিরে আসবে, আমার কথা ফল্‌ল ত?

উমাপ্রসন্ন। হ্যাঁ শ্রীনাথ, যতীন্দ্র অপর্ণা ফিরে এসেছে, কিন্তু আমি আমার আর এক মাকে হারিয়েছি। আমি যা কখনও ভাবিনি,

আমার বংশে যা' কখনও হয় নি, আজ তাই হয়েছে, শ্রীনাথ —আমার বংশধর ধর্ম্মসাক্ষী করে যে ভার গ্রহণ করেছিল —সেভার সে বহন করতে পারে নি।

[যতীন্দ্রের প্রস্থান]

শ্রীনাথ। তা' হলে যতী কি— ?

উমাপ্রসন্ন। তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে।

মাধব। (নেপথ্যে) উমাপ্রসন্ন !

উমাপ্রসন্ন। (সবিস্ময়ে) খুড়োমশায় !

(বিমল, সুনন্দা ও মাধবের প্রবেশ)

মাধব। এস দিদি এস।

উমাপ্রসন্ন। (সুনন্দাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) তুমি ? এস মা এস, সংসার ত্যাগ করবার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে তোমাকে আমার কাছে পেয়ে বড় খুসী হ'লাম মা। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন আশার বাণী বহন করে এনেছ ; তাই কি মা তাই কি ?

সুনন্দা। (নত মুখে) আমি সেদিনকার ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

উমাপ্রসন্ন। ক্ষমা ! কেন মা ? তোমার সেদিনকার আলাপ-আচরণে আমিত কোন দোষ খুঁজে পাইনি, বরং তোমার আচরণে আমার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেছে। তোমার মুখে বৌ-মার কথা শুনে, আমি সে দিন না দেখেও মাকে আমার চিনতে পেরেছি। কিন্তু মা আমার—না না—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি মা, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—

[মাথায় হাত রাখিতে যাইতেছিলেন]

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। বৌ-দি তুমি !

উমাপ্রসন্ন। (হাত টানিয়া লইয়া) তুমি—তুমি আমার মা !!

সুনন্দা। আপনার দাসী।

[উমাপ্রসন্নের পায়ে হাত রাখিয়া বসিল]

উমাপ্রসন্ন। দাসী নয় মা দাসী নয়। তোমাকে আমার সংসারের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আমি ধন্য হ'তাম—কিন্তু মা আমি অসহায়—আমি অসহায়।

বিমল। আমি একটা কথা বলব ?

উমাপ্রসন্ন। বলবে বই কি বল।

বিমল। আপনি ত অসহায় নন, তুচ্ছ সংস্কার আপনাকে অসহায় ক'রে রাখতে পারে না। যেখানে শাস্ত্রেও সমাজে বিরোধ সেখানে আপনি শাস্ত্রকেই মেনে নেবেন, সমাজের দুর্ব্বলতাকে মেনে নিয়ে সংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না।

উমাপ্রসন্ন। প্রশ্রয় নয় বিমল—সমাজের কাছে আমি সত্যই অসহায়।

বিমল। আমি স্বীকার করি না, যে বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ নেই—তাতে যে সমাজ বাধা দেয়—আপনি সেই সমাজের সংস্কার করুন—বৌ-দিকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

উমাপ্রসন্ন। প্রত্যাখ্যান ত আমি করি নি বাবা, মায়ের সম্বন্ধ আমি স্বীকার করেছি—কিন্তু সামাজিক মর্য্যাদা দেবার শক্তি আমার নেই।

সুনন্দা। আমার কি তবে কোন উপায়ই হবেনা বাবা ?

উমাপ্রসন্ন। কেন হ'বে না মা ? ভুল করেই হোক আর অন্যায় করেই হোক, যে দিন আমার পুত্র তোমাকে ধর্ম্মত বিবাহ করেছে,

সেই দিন থেকেই তুমি আমার মা হয়েছ ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি তোমাকে তোমার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না।

সুনন্দা। আমি ত সে গৌরব চাইনি বাবা, আমি চাই আপনার পায়ে একটু স্থান, আমার শ্বশুরের ঘরে ন্যায্য অধিকারের একটী কণা। আপনি সেইটুকু দিলেই—

[কাঁদিয়া উঠিল]

উমাপ্রসন্ন। ধর্ম্ম তোমাকে যে অধিকার দিয়েছে সমাজ ত তোমাকে সে অধিকার দেয়নি মা, আমি সেখানে দুর্ব্বল। মাকে আমার ধরে তোল অপর্ণা।

অপর্ণা। (সুনন্দাকে তুলিয়া) শ্রীনাথ কাকাকে প্রণাম কর বৌ-দি।

শ্রীনাথ। (সচকিত হইয়া) ও—তুমি যে আমারও মা গো ! (সুনন্দার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার মন কি যেন একটা পরম পাওয়ার খুসীতে ভরে উঠেছে খুড়োমশায়। কেন এমন হচ্চে প্রসন্ন দা ? আমার মন কি বলছে জান ?

উমাপ্রসন্ন। কি ভাই ? কি বলছে ? তোমার মন কি বলছে ?

শ্রীনাথ। ঠিক যে কি বলে বোঝাতে পারছি না, উমাদা—মনে হচ্ছে—(সুনন্দার চিবুকের কাছে হাত বুলাইয়া কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে) খুড়ো মশায় ! খুড়ো মশায়, হ্যাঁ এই যে—এই যে হাতে আমার লাগছে, এই স্পর্শ আমায় কার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রসন্নদা। রাত্রে শুয়ে ঘুমোতে পারি না, জন্মান্ধ আমি মায়ের মুখত কখনও চোখে দেখিনি ; কিন্তু তার চিবুকের নীচের জরুলটী আমার অন্ধকার চোখে জ্বল জ্বল

করে। খুড়ো মশায়—আমার কেন এমন হচ্ছে—আমার পুঁটুর ও যে এমনি জরুল ছিল—

সুনন্দা। পুঁটু! এত আমার নাম—

[একবার শ্রীনাথ ও একবার মাধবের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল]

শ্রীনাথ। খুড়োমশায়, আমার মন যেন বলতে চায়—

মাধব। অসম্ভব নয় শ্রীনাথ, তোমার মন হয়ত ঠিকই বলছে।

উমাপ্রসন্ন। ঠিকই বলছে? ঠিকই বলছে? নারায়ণ, নারায়ণ—

মাধব। উতলা হয়ো না প্রসন্ন, শ্রীনাথের মুখে তার মেয়ের কথা শুনে মেয়েটীর ছবি আমার মনে আঁকা হয়ে যায়। তারপর প্রথম দেখেই সন্দেহ হ'ল, গেলাম অনাথ আশ্রমে, পেলাম সেখানে দীর্ঘ বিশ বৎসরের ইতিহাস। পথ থেকে তারা যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে নিয়েছিল, সেই পুঁটুই, আজ সুনন্দা হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

উমাপ্রসন্ন। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) নারায়ণ, নারায়ণ, আমার বংশ তা'হলে কলুষিত হয় নি।

শ্রীনাথ। আমি কি তা'হলে আমার মাকে ফিরে পেলাম খুড়োমশায়? পুঁটু কি আমার সত্যিই ফিরে এল?

মাধব। সত্যি মিথ্যে জানি না। আমার মনেও কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনই ত সব নয় শ্রীনাথ—

উমাপ্রসন্ন। না শ্রীনাথ, ভগবান তোমাকে দুবার বঞ্চনা করবে না। খুড়োমশায় যা বলছেন আমি তাতে নিঃসংশয়—তাঁর কথা আমার কাছে বেদবাক্য।

শ্রীনাথ। তবে আমার পুঁটু ফিরে এল—পুঁটু আমার পুঁটু—

[উচ্ছ্বসিত আবেগে সুনন্দাকে বুকে টানিয়া ধরিল]

সুনন্দা। বাবা—বাবা।

করুণা ও যতীন্দ্রের প্রবেশ)

উমাপ্রসন্ন। (সুনন্দার কাছে আসিয়া) মা, তোমাকে আমি তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলাম মা, আজ তোমার পুণ্যের ফলে তুমি সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হলে। এবার তোমার শাশুড়ীকে প্রণাম কর মা। মা অপর্ণা সন্ধ্যা বোধ হয় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

(নেপথ্যে শাঁখের শব্দ)

মাধব। যতীন তুইও প্রণাম কর দাদা, বিমল, অপর্ণা তোরাই বা বাদ যাস কেন, তোরাও প্রণাম কর ভাই। দেখছি গরজ বড় বালাই, কিন্তু প্রসন্ন—এ প্রমাণ কিন্তু বাপু আদালতে টিঁকত না। তা' যাই হোক, আজ না হয় জোড়া তালি দিয়ে ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে পুত্রবধূকে ঘরে তুলে নিলে; কিন্তু কাল? কাল আর তুমি তোমার সমাজকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। যে কালস্রোত বয়ে চলেছে তোমার সমাজ তাতে ভেসে যাবেই।

উমাপ্রসন্ন। হয়ত যাবে খুড়ো মশায়! তবে আগামীকালের সমাজে সত্যই যদি পরিবর্ত্তন আসে, তা'হলে তাকে মেনে নিয়ে সমাজ গঠনের যোগ্য লোকেরও অভাব হবে না। তাই এক যুগ আগের মানুষ আমি, এক যুগ আগের বিধানই মাথা পেতে নিলাম।

(সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে লইয়া অপর্ণার প্রবেশ)

করুণা। (অপর্ণাকে বাধা দিয়া) আজ আর এ কাজ তোমার নয় মা, আজ আমার সন্ধ্যাদেবার লোক এসেছে। (সুনন্দার

প্রতি) যাওত মা, আমার ঘরের দীপশিখা এতদিন মিট মিট করে জ্বল্‌ছিল, আজ তুমি তোমার পুণ্যের জ্যোতিতে তাকে উজ্জ্বল করে তোল।

[সুনন্দার হাতে প্রদীপ দিয়া তাহাকে লইয়া তুলসী মঞ্চের কাছে গেল। সুনন্দা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। অপর্ণা শঙ্খধ্বনি করিলে সকলে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল]

—শেষ—

চরিত্র ও রূপশিল্পী

উমাপ্রসন্ন—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।

মাধব ,, রবি রায়।

যতীন্দ্র ,, সিধু গাঙ্গুলী।

বিমল ,, ভূমেন রায়।

প্রেমেন ,, গিরিজা সাধু।

বরেন্দ্র ,, তারাকুমার ভট্টাচার্য্য। (পরে ভানু চট্টোপাধ্যায়)

ধীরেশ ,, গোপাল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীনাথ ,, কৃষ্ণচন্দ্র দে। (পরে তারাকুমার ভট্টাচার্য্য)

মহীতোষ ,, বিপিন বসু।

মহু ,, আশুতোষ বসু। (এঃ)

করুণা—শ্রীমতী বেলারাণী। পরে শ্রীমতী ঊষাবতী (পটল)

অপর্ণা ,, পদ্মাবতী।

সুনন্দা ,, ঊষা দেবী।

অণিমা ,, জ্যোতির্ময়ী।